চিরউজ্জ্বল থেকো!
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৭ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 16 July 2021 ■ আগরতলা ১৬ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ৩১ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পাঁচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে রাজ্যের একগুচ্ছ প্রকল্প মঞ্জুরের দাবী জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদল ও সম্প্রসারণের পর প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দিল্লীতে গেলেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। সেই সাথে মন্ত্রিসের সামনে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লীতে পাঁচজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। মন্ত্রিদের মধ্যে রয়েছেন, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মনসুখ মন্ডভিয়া, বন্দর ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সনওয়াল এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সাথে সাক্ষাৎ করে রাজ্যের আর্থিক স্থিতি উল্লেখ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে জিএসটির ক্ষতিপূরণের বকেয়া টাকা দেওয়ার দাবী করেছেন। সেই সাথে জিএসটি আইনে রাবারকে জিএসটির অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করেছেন। আলোচনা করেছেন ওপেন মার্কেট বরোয়িং নিয়েও। তাছাড়া পঞ্চদশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মন্ডভিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মজুরী না পেয়ে পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন রেগা শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ জুলাই।। রেগার টাকা নাপেয়ে পঞ্চায়েতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখালো এলাকবাসী। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তিরবাজার মহকুমার বগাফা ব্লকের অন্তর্গত তরুমা এডিসি ভিলেজের লক্ষীছড়া ভিলেজ কার্যালয়ের অধীনে থাকা লোকজনের দীর্ঘ অনেকদিন যাবৎ রেগার মজুরী পাচ্ছেননা। যে সকল লোকজন তিপ্রা মথা দলের সদস্য তাদেরকে বাছাইকরে রেগার মজুরি প্রদান করাহচ্ছেনা বলে অভিযোগ।

অভিযোগের তীর শাসকদলের দিকে। এই নিয়ে ভিলেজ কার্যালয়ের জি আর এস এর নিকট জানতে চাইলে উনারা জানান কাজ শেষে স্থানীয় নেতৃত্বরা যাদের নাম জমাদেন তাদের মজুরি প্রদনকরাহয়।

উনারা সর্বদা অন্যকাজে ব্যস্ত থাকেন তাই রেগার কাজ চলাকালিন সবসময় কাজের জায়গা ঘুরে দেখা সম্ভব হয়ে উঠেনা। তাছাড়া উনারা জানান এলাকার সকল লোকজনদের উনারা চিনেননা। তাই সবকিছু স্থানীয় নেতৃত্বদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিএসটি ক্ষতিপূরণে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণের অধীনে অসম, ত্রিপুরা ও মেঘালয় পেল ১০৯২.৪৭ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। জিএসটি-র ক্ষতিপূরণে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণের সুবিধার অধীনে দেশের ২৬টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলকে ৭৫ হাজার কোটি টাকা প্রদান করেছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। তাতে, ত্রিপুরা সহ অসম ও মেঘালয় ওই আর্থিক সুবিধা পেয়েছে। ওই তিনটি রাজ্য মোট ১০৯২.৪৭ কোটি টাকা পেয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের দাবি, প্রত্যেক ২ মাসে জিএসটি-র ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত ওই অর্থ প্রদান করা হচ্ছে।

গত ২৮ মে ৪৩তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার ১.৫৯ লাখ কোটি টাকা ঋণ নেবে। সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ব্যাক-টু-ব্যাক পদ্ধতিতে অর্থ বরাদ্দ করবে। ওই অর্থ ২০২০-২১ অর্থ বছরের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্যগুলিকে ১.১০ লাখ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ১.৫৯ লাখ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ১ লাখ কোটি টাকার অতিরিক্ত হবে। ওই অর্থ চলতি অর্থ বছরে রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিকে জারি করা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

প্রত্যেক রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণ সুবিধার অধীন ক্ষতিপূরণের পদ্ধতিতে সম্মতি দিয়েছে। অর্থ মন্ত্রক মনে করছে, কোভিড মহামারীর সাথে লড়াই করার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নিচ্ছে।তাই, তাদের সহায়তায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণ সুবিধার অধীন প্রথম কিস্তির ৭৫ হাজার কোটি টাকা প্রদান করেছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। চলতি অর্থ বছরে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থও মিটিয়ে দেওয়া হবে। মোট ২৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ওই অর্থ পেয়েছে। তাতে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অসম, ত্রিপুরা ও মেঘালয় ওই আর্থিক সুবিধা পেয়েছে। অসম পেয়েছে ৮৩৬.৮১ কোটি টাকা, ত্রিপুরা পেয়েছে ১৮৯.১৫ কোটি টাকা এবং মেঘালয় পেয়েছে ৬৬.৫১ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক অনুমান করছে, ওই অর্থ পরিকাঠামো উন্নয়নের বাইরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং প্রকল্প রূপায়নে ব্যয় হবে।

চল্লিশ মাসে রাজ্যে ৩০৫৭ জনকে শিক্ষক পদে চাকরি দেয়া হয়েছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। ত্রিপুরায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠনের পরে, রাজ্যজুড়ে গত ৪০ মাসে টেট, এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে শিক্ষক পদে মোট ৩,০৫৭ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেছেন, "আজ শিক্ষা দপ্তর ৫৭২ জন শিক্ষককে পোস্টিং দিয়েছে। এর মধ্যে ১৪৫ জন রয়েছে যার মধ্যে ৩০ জন ইউজিটি এবং ১১৫ জন জিটি যারা এককালীন ছাড়ের সুবিধা নিয়েছিলেন এবং ডিইআইইডি কোর্স করেছেন নিজের উদ্যোগে। এই ১৪৫ জন শিক্ষক ছাড়াও ৪৫ জন রয়েছেন যাঁরা নিজেরাই বি.এড এবং ডি.এল.এড কোর্স করে চলেছেন। এর মধ্যে ৩২জন জিটি এবং ১৩ জন ইউজিকে জেলা শিক্ষা অফিসগুলিতে (ডিইও) অবিলম্বে পোস্টিং দেয়া হয়েছে এবং তাদের ছুটি দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা তাদের কোর্সটি সম্পূর্ণ করতে পারেন এবং পুরোপুরিভাবে চাকরিতে যোগদান করতে পারেন।

শুধু এটিই নয়, মন্ত্রী বলেছিলেন, দপ্তর রাজ্য জুড়ে ডিআইইটি এবং সিটিই প্রতিষ্ঠানের নিকটে ডিএইল.এড ডিগ্রিধারী ২৬২ সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পোস্টিং দিচ্ছে যাতে সদ্য পোস্টিং হওয়া শিক্ষকদের পক্ষে পড়া শেষ করা সহজ হয়ে যায় কোন বাধা ছাড়াই।

তাছাড়া, ৯৮ জন শিক্ষক টেট যোগ্যতা অর্জন করেছেন, কিন্তু দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় তাদের ৫০ শতাংশ নম্বর নেই। এই শিক্ষকদের এনআইওএস এবং ডি.এল.এড ডিগ্রির মাধ্যমে ৫০ শতাংশ নম্বর অর্জন করতে হবে। ২২ জন শিক্ষকের বয়স বেশি হয়ে যাওয়ার পরে পোস্টিং পেয়েছেন।

বিশালগড়ে মহিলার গলার চেইন ছিনতাই করল মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ জুলাই।। বিশালগড়ে মহিলা ছিনতাইকারীরা এক মহিলার কাছ থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার দিন দুপুরে নিউমার্কেটে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশালগড় নিউ মার্কেট থেকে দিন দুপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ শিল্পী দাস নামে এক মহিলার ব্যাগ থেকে তিন মহিলা ছিনতাইকারী স্বর্ণের চেইন নিয়ে পালিয়ে যায়। শিল্পী দাসের বাড়ি বিশালগড় গোকুলনগর সুকান্ত কলোনি এলাকায়। শিল্পী দাস জানিয়েছেন , মুখে মাস্ক লাগিয়ে উনার ব্যাগ থেকে স্বর্ণের চেইন নিয়ে পালিয়ে যায় দুস্কৃতিকারীরা। আগামী রবিবার তার মেয়ের বিয়ে। জামাইকে আশীর্বাদে দেওয়ার জন্য সোনার চেইন কিনেছিলেন বলে জানান মহিলা। ঘটনার পর মহিলা বিশালগড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। দিনদুপুরে ছিনতাই কান্ডকে কেন্দ্র করে বিশালগড় নিউ মার্কেট বাজার এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ তল্লাশি তৎপরতা শুরু করেছে। এখনো পর্যন্ত ছিনতাইকারীদের কোন হদিস পায়নি পুলিশ। এখন দেখার বিষয় বিশালগড় থানার পুলিশ ছিনতাইবাজদের টিকির নাগাল পায় কিনা।

মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এলাকায় রেগার কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জুলাই।। মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এলাকায় রেগার কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ মিলেছে। শ্রমিকদের দিয়ে কাজ না করিয়ে প্রকল্পের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে জি.আর.এস। ঘটনায় কবে ফিরছেন ক্ষোভে ফুসছেন শ্রমিকরা। দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন শ্রমিকরা। এম.জি.এন রেগার কাজের দুর্নীতির আঁতুড়ঘর মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের হলুদিয়া এ.ডি.সি ভিলেজ। ভিলেজের জি.আর.এস চন্দন রিয়াং-এর হাত ধরে রেগার কাজে দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

হলুদিয়া এ.ডি.সি ভিলেজের বাসিন্দা কিশোর দেববর্মার জায়গাতে একটি বাঁধ তৈরি করার জন্য ব্লক থেকে অর্ডার বের হয়।কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো ওই কিশোর দেববর্মার কোনো জায়গা জমি নেই বাঁধ তৈরি করার জন্য। এদিকে বাঁধ নির্মাণ করার জন্য ব্যায় ধরা হয় ১লাখ ৮০হাজার ৬৫ টাকা। কিন্তু জি.আর.এস চন্দন রিয়াং বাঁধ নির্মাণ করা হয় বলে হিসাব দেখায় ১ লাখ ৯৭ হাজার ৭৯১ টাকা। হিসাবে দেখা দেয় গড়মিল। এই খবর চাউর হতেই হলুদিয়া এ.ডি.সি ভিলেজের ৩নং ওয়ার্ডের জব কার্ড প্রাপক শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকে গিয়ে জি.আর.এস চন্দন রিয়াং-এর কাছে জানতে চায় কেন তারা রেগার কাজ পাচ্ছেন না। কিন্তু জি.আর.এস কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। হলুদিয়া এ.ডি.সি ভিলেজের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্ক ঋণ স্থগিত রাখার দাবিতে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের ব্যাংক ঋণের কিস্তি স্থগিত রাখার দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে সংগঠনের পক্ষ থেকে বড়দোয়ালী গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে ১০৩২৩ শিক্ষকরা চাকুরিচ্যুত হয়েছেন। গত ১৬ মাস ধরে তারা বেতন পাচ্ছেন না।

চাকরিচত শিক্ষকদের পুনরায় নিয়োগের জন্য দাবি জানিয়ে আসছে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বর্তমান বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার আগে তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিল বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন হলে তাদেরকে চাকুরীতে নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কিন্তু সরকারে আসার পর চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু তাদের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। চাকরিতে থাকাকালীন সময়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রায় ৭৫ শতাংশ বাড়িঘর তৈরি করা কিংবা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার প্রয়োজনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
TRIPURA GRAMIN BANK
ABHOYNAGAR BRANCH

বিশ্রামগঞ্জে সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত ফল ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ জুলাই।। আবারো দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত সুজন মিয়া নামে এক ফল ব্যবসায়ী। বুধবার রাতে বিশ্রামগঞ্জ ফল দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে বড়জলা রাস্তার মুখে আক্রান্ত হন তিনি। কালো মুখোশধারী দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়েছেন এক ক্ষুদ্র ফল ব্যবসায়ী। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জের রাস্তার মুখ এলাকায়। আক্রান্ত ফল ব্যবসায়ীর নাম সুজন মিয়া।

জানা যায় বুধবার রাতে বিশ্রামগঞ্জ থেকে তিনি বাড়িতে ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে ১০ থেকে ১২ জন মিলে তাকে বেধড়ক মারধর করে। আক্রান্তের বাড়ি জম্পুইজলা ব্লকের চিকনছড়া ভিলেজের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে। বড়জলা রাস্তার মুখে হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। তাকে আটক করে প্রচন্ড ভাবে মারধোর করে কাল মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা। এমনটাই অভিযোগ করেন সুজন মিয়া। উনার কাছ থেকে নগদ ৭৬০০০০ টাকা এবং দামি মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুস্কৃতিকারীরা। বর্তমানে তিনি ভীষণ ভাবে অসুস্থ। ঘটনার অভিযোগ জানিয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানা একটি লিখিত মামলা দায়ের করেন সুজন মিয়া। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এলাকায় জলের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জুলাই।। কোন গ্রাম পাহাড় নয়, খোদ তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে।পুরপরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ড এর অধীন গামাইবাড়ি এলাকায় জলসঙ্কটে মানুষ দিশেহারা। অবিলম্বে সমস্যা সমাধানে পুর কর্তৃপক্ষকে এগিয়ে আসার জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ড এর অধীন গামাইবাড়ি এলাকার জনগণ দীর্ঘদিন ধরেই পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে ভুগছেন।

অভিযোগ তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ড এলাকার গামাইবাড়ি এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। পানীয় জলের জন্য যে সাপ্লাই পয়েন্ট গুলো রয়েছে সেগুলো থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল আসনাজ।সাপ্লাই পয়েন্ট গুলো থেকেও না থাকার মত অবস্থায় রয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ সাপ্লাই পয়েন্টগুলো থেকে ধীর গতিতে জল আসে। দীর্ঘক্ষন লাইন ধরে দাঁড়িয়েও পর্যাপ্ত জল মিলছেনা। একপ্রকার শোভা বর্ধনের কাজেই আসছে সাপ্লাই পয়েন্ট গুলো। ফলে জলের অভাবে ভীষণ অসুবিধার মধ্য দিয়েই কাজকর্ম চালাতে বাধ্য হচ্ছে এলাকাবাসীর। এলাকার এক প্রবীনা জানান জলের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয় প্রতিদিন। যে পরিমান জল দেওয়া হয় সেই জল দিয়ে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হচ্ছেনা। অবিলম্বে এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

খার্চি উপলক্ষে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। ত্রিপুরায় জাতি-জনজাতির মিলন উৎসব খার্চি আগামী শনিবার থেকে অনুষ্ঠিত হবে। পুরাতন আগরতলায় চৌদ্দ দেবতার মন্দিরে ওই ঐতিহ্যবাহী উতব সাতদিন ধরে চলবে। কিন্তু, করোনার প্রকোপে গতবারের মতো এবছরও কোন মেলার আয়োজন হবে না। খার্চি উতব উপলক্ষ্যে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

রাজ্যপাল সত্যদেব নারায়ণ আর্য খার্চি উৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরাবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, চৌদ্দ দেবতার উৎসব 'খার্চি' হচ্ছে উত্তর- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ নির্যাতিতা স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৫ জুলাই।। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিলোনিয়া মহিলা থানার দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিত স্ত্রী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পণের দায়ে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত স্বামীর বিরুদ্ধে বিলোনিয়া মহিলা থানায় মামলা দায়ের করলেন নির্যাতিতা স্ত্রী। স্বামীর নাম পিনাকী ত্রিপুরা। বাড়ি বিলোনিয়া মহাকুমার চিত্তামারা পুরান বাজার এলাকায়।

দফায় দফায় গ্রাম্য সালিশি সভায় স্বামী স্ত্রীর ঝামেলা মীমাংসার পরেও কোন সুরাহা না হওয়াতে অবশেষে বাধ্য হয়ে বিলোনিয়া মহিলা থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন নির্যাতিতা স্ত্রী। জানা যায়, দুই থেকে আড়াই বছর আগে উত্তর সোনাইছড়ির বৃন্দামা টিলার বাসিন্দা রাজমোহন ত্রিপুরার মেয়ে পুষ্পমালা ত্রিপুরার সাথে সামাজিক রীতিনীতি মেনে বিয়ে হয় পিনাকী ত্রিপুরার। স্বামীর বাড়ির চাহিদা মোতাবেক পনের জিনিস মিটিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের কয়েক মাস যেতে না যেতেই শুরু হয়ে যায় পুষ্পমালা ত্রিপুরার উপর অত্যাচার। এই অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায় কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ার পর। প্রায় সময়ই স্বামী পিনাক ত্রিপুরা মদমত্ত অবস্থায় এসে মারধর করে বলে অভিযোগ স্ত্রী পুস্প মালা ত্রিপুরার। কখনো বা জ্বলন্ত সিগারেটের ছেকা, কখনো বা গরম তেল হাতে ঢেলে দেওয়ার মতো ঘটনা পুস্প মালা ত্রিপুরার উপর ঘটেছে।

স্বামীর সাথে স্বামীর বাড়ির লোকজনেরাও অত্যাচার করে বলে অভিযোগ রয়েছে পুস্পমালার। গত কিছুদিন আগে স্বামী পিনাক ত্রিপুরা মদমত্ত অবস্থায় বাড়িতে এসে পুস্প মালা ত্রিপুরাকে মারধর করে দশ মাসের কন্যা সন্তান সহ বাড়ি থেকে বের করে দেয়। কোন উপায় না দেখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতবাদে যুব কংগ্রেসের সাইকেল র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। সারাদেশে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও পেট্রোপণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। সারা দেশের সাথে রাজ্যও বিরোধীরা আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রেখে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। প্রতিদিন বেড়েই চলেছে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দ্রব্যমূল্য।

সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নিরব। বিরোধীরা আন্দোলন বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে যে পেট্রোপণ্যের মূল্যের উপর থেকে কর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিপ্রা মথা সুপ্রিমোর তির্যক মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করল আমরা বাঙালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। তিপ্রা মথার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করল আমরা বাঙালী। বুধবার তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আমরা বাঙালী নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেছিলেন। চব্বিশ ঘন্টা যেতে না যেতেই আমরা বাঙালী বৃহস্পতিবার পাল্টা জবাব দিল। দলের তরফে এদিন রাজ্য কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কামান দাগানো হয় প্রদ্যুৎ কিশোরের বিরুদ্ধে।

আমরা বাঙালির নেতৃত্বদের বক্তব্য হল রাজ্যে সদ্য গড়ে উঠা তিপ্রা মথার মাথা প্রদ্যুতের রাজনৈতিক আদর্শ হল, 'পুইলা জাতি উলু পার্টি।" তিনি আগে জাতি এবং পরে দল নীতিতে বিশ্বাসী। তার দল আমরা বাঙালিকে রাজনৈতিক শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছে। আমরা বাঙালির তরফে দাবী করা হয় রাজ্যের ভূমি সন্তান বাঙালিরা। প্রদ্যোৎ কিশোর মাস কয়েক আগে অনুষ্ঠিত রাজ্যের এডিসি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমরা বাঙালী
রাজ্য কার্যালয়

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২৬৬ ◘ ১৬ জুলাই ২০২১ ইং ◘ ৩১ আষাঢ় ◘ শুক্রবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

দেশদ্রোহ আইন

বিচিত্র আমাদের দেশ ভারত বর্ষ। নানা সম্পদে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষে ইংরেজ সহ বহু উপনিবেশিকরা আসিয়াছেন। বাণিজ্য করিতে আসিয়া দেশ শাসন পর্যন্ত করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রায় দুইশত বছর আমাদের ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়া দেশ শাসন করিয়াছে। দেশের মূল্যবান সম্পদ তাহারা লুঠ করিয়া নিয়াছে। ভারতবর্ষে বেশকিছু কঠোর আইন প্রণয়ন করিয়াছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। দেশ স্বাধীন করিবার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যাহারা আন্দোলনে মাতিয়া উঠয়া ছিলেন তাহাদের দমন করিবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কঠোর আইন প্রণয়ন করিয়াছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীদের শায়েস্তা করিবার জন্য দেশদ্রোহ নামে যে আইন প্রণয়ন করিয়াছিল সেই আইন আমাদের দেশে এখনো লাগু রহিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার ৭৫ বছর পরও আমাদের দেশে সেই আইন কার্যকর থাকায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ইহার দায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ঠেলিয়া দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত

।ভারতে বর্তমানে যে দেশদ্রোহ আইন প্রচলিত রহিয়াছে , তাহা একসময় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইত। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও সেই আইনের কোন পরিবর্তন হয় নাই। ব্রিটিশ আমলে তৈরি করা সেই আইনের প্রয়োজনীয়তা কতটা রহিয়াছে তাহা নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। দেশদ্রোহী মামলার একাধিক আবেদনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলিয়াছে, ‘যে আইন একসময়ে মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলকের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিত ব্রিটিশরা, সেই আইনের এখনও কেন প্রয়োজন?”

দেশদ্রোহ আইনের মারাত্মক অপব্যবহার চলিতেছে।

দেশদ্রোহ আইনের অপপ্রয়োগ নিয়াও উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সংগত কারণেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত প্রশ্ন তুলিয়াছে এখনো কি দেশদ্রোহ আইন কার্যকর করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে? “কেন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও এই আইন স্বাধীনদেশে প্রয়োজন হইবে?”দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা ও বিচারপতি এএস বোপান্না এবং বিচারপতি হৃষিকেশ রায় দেশদ্রোহ আইনের একাধিক আবেদনের শুনানি একই সঙ্গে করছিলেন। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন, “আমরা জানি না সরকার কেন এখনও এই আইন নিয়া কোনও সিদ্ধান্ত নিতেছে না। প্রাচীন আইন নিয়া সরকারের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলিয়াও মতামত ব্যক্ত করিয়াছে সুপ্রিম কোর্ট। এই আইন পরিবর্তন না করিলে আইনের অপব্যবহার করিয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত থাকিবে। আইনের যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ করা হইতেছে। অপব্যবহার করা আইন প্রত্যাহার না করলে দেশের মানুষ বিনা দোষে শাস্তি পাইতে বাধ্য থাকিবে । কেননা দেশে আইন থাকিলে সেই আইন কার্যকর করিতে আদালত অনেকটাই বাধ্য থাকে।”দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গলের জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারকে এই আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে। যতদিন পর্যন্ত এই আইন প্রত্যাহার না হইবে ততদিন পর্যন্ত আইনের অপব্যবহার অব্যাহত থাকিবে। জনকল্যাণে এই আইন প্রত্যাহার করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন বিভিন্ন মহল। এখন দেখিবার বিষয় সর্বোচ্চ আদালতের সুপারিশ ক্রমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই আইন বাতিল করার বিষয়ে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহন করে কি না।

মানুষের জীবনের সুরক্ষাই সর্বাগ্রে : পুষ্কর ধামি

দেহরাদূন, ১৫ জুলাই (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে কেন বাতিল করা হয়েছে কানওয়ার যাত্রা তা জানিয়ে দিলেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, মানুষের জীবনের সুরক্ষাই সর্বাগ্রে। উত্তরাখণ্ডে বাতিল হলেও, উত্তর প্রদেশে কানওয়ার যাত্রায় অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এ প্রসঙ্গে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ’আমাদের রাজ্যে আমরা কানওয়ার যাত্রা বন্ধ করেছি।’ ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-সহ বহু সংগঠন এ বছর কানওয়ার যাত্রা বাতিলের অনুরোধ জানিয়েছিল, সেই অনুরোধকে মান্যতা দিয়ে উত্তরাখণ্ডে কানওয়ার যাত্রা বাতিল করেছে ধামি সরকার। বৃহস্পতিবার কানওয়ার যাত্রা বাতিল প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, ’মানুষের জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে কানওয়ার যাত্রা বাতিল করেছি আমরা, মানুষের জীবনের সুরক্ষাই সর্বাগ্রে।’

অসম : সাইবার অপরাধীর খপ্পরে পড়ে রাতাবাড়ির যুবক খোয়ালেন ৭২ হাজার টাকা

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : সাইবার ক্রাইমের খপ্পরে পরে প্রতিদিনই কোনও না-কোন ব্যাঙ্ক গ্রাহক নিজের গচ্ছিত অর্থ খোয়াচ্ছেন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সহ পুলিশ প্রশাসন এই সকল সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। অনলাইনে ব্যাঙ্ক থেকে লোনের জন্য এনওসি বের করতে গিয়ে সাইবার অপরাধীদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে এক গ্রাহকের খোয়া গেল নিজের জমানো অর্থরাশি। প্রতারিত গ্রাহকের থানায় মামলা। করিমগঞ্জ শহরের এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের গ্রাহক বাপ্পন দে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেবেন। সে জন্য তিনি নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের জন্য ব্যাঙ্কের হেল্প লাইন নম্বরে ফোন করেন। হেল্প লাইন নম্বর থেকে বাপ্পনকে ”এনি ডেস্ক” নামে একটি অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপস) ডাউনলোড করে নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে বলা হয়। হেল্প লাইন নম্বর থেকে দেওয়া নির্দেশ অনুসারে তিনি এই অ্যাপ্লিকেশনটি নিজের স্মার্ট ফোনে ডাউনলোড করেন। অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার সাথে সাথেই ৯৬৪১৭৬৪৩২৩, এই অপরিচিত নম্বর থেকে বাপ্পনের কাছে ফোন আসে। ফোনের ও-প্রান্তের ব্যক্তিটি নিজেকে ব্যাঙ্ক কর্মী হিসাবে পরিচয় দেয়। সে জানায় বাপ্পনের নো অবজেকশন সার্টিফিকেটটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। তবে সার্টিফিকেট পেতে গেলে তাঁকে এটিএমের নম্বর সহ পিন কোড দিতে হবে। কোনও কিছু না ভেবে বাপ্পন তাঁর এটিএমের নম্বর এবং পিন কোড দিয়ে দেন। পরক্ষণেই তাঁর মোবাইলে একটি ওটিপি আসে। ছয় সংখ্যার ওটিপি নম্বরও ওই ভুয়ো ব্যাঙ্ক কর্মীর কথায় তাঁকে দিয়ে দেন বাপ্পন দে। অল্প কিছুক্ষণ পরই বাপ্পনের মোবাইলে মোট তিনটি ম্যাসেজ আসে। ম্যাসেজ পড়ে বাপ্পন বুঝতে পারেন, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ৭২ হাজার টাকা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এতে আর বাপ্পনের বুঝতে বাকি রইল না, তিনি সাইবার ক্রাইমের শিকার হয়েছেন। তখন আর তাঁর কিছু করার ছিল না।

অসম : সিমেন্ট চুরি করার দায়ে কাছাড়ের লক্ষ্মীপুর পুলিশের জালে দুই

লক্ষ্মীপুর (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : সিমেন্ট চুরি করে বিক্রি করার দায়ে দুজনকে আটক করল কাছাড়ের লক্ষীপুর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পেয়ে গতকাল বুধবার গভীর রাতে লক্ষ্মীপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর মণির উদ্দিন লস্করের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ফুলেরতল বাইপাস রোড সংলগ্ন স্থান থেকে সিমেন্ট চুরির ঘটনায় জড়িত দুই ব্যক্তিকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন। ধৃতদের কালাইনের কাকড়াখাল গ্রামের বাসিন্দা ট্রাক চালক সাহারুল ইসলাম তালুকদার (২১) এবং লক্ষ্মীপুর থানার বিন্নাকান্দি দ্বিতীয় খণ্ডের রংমাই পুঞ্জির বাসিন্দা মিছিয়া রংমাই (৪৫) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। পুলিশ সিমেন্টবাহী ট্রাক সহ ধৃত দুজনকে আটক করে লক্ষ্মীসপুর থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

ধৃতদের বিরুদ্ধে ২০৪/২১ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২২১ (বি) / ৪০৬ /৩৭৯ / ৪১১ ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। আগামীকাল ধৃতদের আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বন্ধ হচ্ছে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বেতার সম্প্রচার, খোলনলচে বদলেছে ‘ডয়েচে ভেলে’-ও

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : বদলে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বেতার সম্প্রচারের ঘরানা। দীর্ঘ ৬৩ বছরের পথ চলা শেষ। আর দু’দিন বাদেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ভয়েস অব আমেরিকার (ভিওএ) বাংলা বিভাগের বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা বিভাগের বেতার সম্প্রচার আগেই বন্ধ করে দিয়েছে জার্মানির আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘ডয়েচে ভেলে’। অনুষ্ঠান কাঠামোর আমূল বদল এনেছে তারা।

১৭ জুলাইয়ের পর আর বেতারে ভিওএর বাংলা সম্প্রচার শোনা যাবে না বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় এই আন্তর্জাতিক সম্প্রচার মাধ্যম। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ভয়েস অব আমেরিকার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বেতারে শ্রোতাগোষ্ঠীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দর্শক-অনুসারীর সংখ্যা বাড়ায় তারা বাংলা এফএম ও শর্টওয়েভে বেতার সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একইসঙ্গে তারা টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা দর্শক-শ্রোতাগোষ্ঠীর জন্য নতুন অনুষ্ঠান ও প্রচার বাড়াবে।

জার্মান বেতার তরঙ্গ ‘ডয়চে ভেলে’-র বাংলা বিভাগ চালু হয় ১৯৭৫ সালে। নেপথ্যে মূলত ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। এই প্রতিবেদক নব্বইয়ের দশকে কয়েক বছর সেখানে বাংলা বিভাগের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সেসময়ে ভারত ও জার্মান সরকারের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে এই নিয়োগ হত। এশিয়ার ছ’টি দেশের রাষ্ট্রভাষার দৈনিক বেতার সম্প্রচার হত। জার্মানির কোলনে রাইন নদীর ধারে, সুদৃশ্য এক বহুতলে ছিল সংস্থার সদর কার্যালয়ে। পরবর্তীকালে ওই দফতর স্থানান্তরিত হয় বন শহরে।

দীর্ঘকাল শর্ট ওয়েভে ডয়চে ভেলের বাংলা অনুষ্ঠান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শ্রোতাদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিল। ২০১০ সাল থেকে দিনে দু’টি করে অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো এফএম ব্যান্ডে বাংলাদেশ বেতারের সহযোগিতায়, যা চলে ২০১৩ সালের ৮ই মার্চ অবধি। ২০১৩ সালের এপ্রিল থেকে ডয়চে ভেলের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক টেলিভিশন অনুষ্ঠান ‘অন্বেষণ’ বাংলা ভাষাতেও প্রচার শুরু হয়। বাংলাদেশে আরটিভি ও ভারতে ডিডি বাংলায় নিয়মিত প্রচার হচ্ছে এই অনুষ্ঠান।

ডয়চে ভেলের বরিষ্ঠ সম্পাদক সঞ্জীব বর্মন এই প্রতিবেদককে জানান, “ডয়চে ভেলে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। রেডিও বহুকাল আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। যুগের দাবি মেনে এখন অনলাইন, ভিডিও, সোশাল মিডিয়াই হয়ে উঠেছে কাজের কেন্দ্রবিন্দু।’’ বাংলা বিভাগের ওয়েবসাইটে রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ, সমাজ, অর্থনীতি, খেলাধুলা, উচ্চশিক্ষা ও লাইফস্টাইল সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হয়। বাংলাভাষী জনগণের জন্যই মূলত বাংলায় সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে ডয়েচে ভেলে ও ভয়েস অব আমেরিকার মত সম্প্রচার সংস্থা। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের বাংলাভাষীরা এদের মূল শ্রোতা।

ভিওএর অনুষ্ঠান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জন লিপম্যান বলেন, “১৯৫৮ সালে ভয়েস অব আমেরিকা যখন বাংলায় সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে, তখন ‘পূর্ব পাকিস্তান’ হিসেবে পরিচিত ভূখণ্ডটি সামরিক শাসনের অধীনে ছিল এবং কোনও বেসরকারি টেলিভিশন বা বেতার ছিলো না সেখানে। ভিওএর স্বল্প তরঙ্গ বেতার সম্প্রচার সেখানকার বাংলাভাষী জনগণের জন্য স্বতন্ত্র উৎস থেকে সংবাদ ও তথ্য পাওয়ার একটি ‘লাইফলাইন’ হিসেবে কাজ করেছে।” গত জুনে বিভাগীয় কর্মীদের এক সভায় ভিওএ বাংলা পরিষেবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শতরূপা বড়ুয়া বলেন, “যে সময় বেতারই ছিল সংবাদ পাওয়ার মুখ্য উৎস, সে সময় থেকেই ভিওএ বাংলা রেডিও সম্প্রচার বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা তার শ্রোতামণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের বেড়ে ওঠার সময় একটি বড় অংশজুড়ে ছিল এই বেতার সম্প্রচার, ঘরে ঘরে সুপরিচিত ছিল ভিওএ। এই পরিচিতির ধারাবাহিকতা ধরে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এখনকার দিনে শর্টওয়েভ ও মিডিয়াম ওয়েভ রেডিওর তুলনায় যেসব মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতা বেশি সক্রিয়, সেখানে উপস্থিতি আরও বাড়িয়ে তুলব আমরা।”

ডয়েচে ভেলেরও আগে বাংলা সম্প্রচার শুরু করে ভয়েস অফ আমেরিকা (ভিওএ)। সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪২ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর টেলিভিশন বাজারে এলেও তখন বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যম বলতে সবাই বেতারকেই চিনত, বেতারই শুনত। এ খবর জানিয়ে ‘বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম’ লিখেছে, ১৭ জুলাইয়ের পর আর বেতারে ভিওএর বাংলা সম্প্রচার শোনা যাবে না। যে সব দেশে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নেই বা জনগণ সীমিত সংবাদ পায়, তাদের কাছে ভিওএ ৪০টিরও বেশি ভাষায় খবর প্রচার করে বলে এর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে।

বেতার সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ, বাংলা সামাজিক মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বর্তমানে ভিওএর শর্টওয়েভ সার্ভিসের শ্রোতা এক শতাংশেরও কম, অথচ বেড়েছে সামাজিক মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতা। গত বছর ভিওএর বাংলা টুইটার অ্যাকাউন্টে ব্যবহারকারীদের সংযোগ বেড়েছে ৫৪ শতাংশ, আর একই সময়ে ইনস্টাগ্রামে ভিডিওর দর্শক বেড়েছে ২৭৪ শতাংশ। সম্প্রচারের শেষ দিনগুলোতে ভিওএর বাংলা সার্ভিস অতীতের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানমালা পুনঃপ্রচার করবে এবং এর মধ্যদিয়ে ১৯৫৮ থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই বেতার সম্প্রচার কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা তুলে ধরা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।তবে এই পরিবর্তনের কারণে ‘লাইফলাইন’ নামের বেতার অনুষ্ঠানের সম্প্রচার বন্ধ হচ্ছে না। বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য রোহিঙ্গা ভাষায় প্রচারিত ৩০ মিনিটের এই বেতার অনুষ্ঠান চালু থাকবে। এটি শুরু হয়েছে ২০১৯ সালের জুলাই থেকে। হিন্দুস্থান সমাচার/

> যুগের দাবি মেনে এখন অনলাইন, ভিডিও, সোশাল মিডিয়াই হয়ে উঠেছে কাজের কেন্দ্রবিন্দু।’’ বাংলা বিভাগের ওয়েবসাইটে রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ, সমাজ, অর্থনীতি, খেলাধুলা, উচ্চশিক্ষা ও লাইফস্টাইল সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হয়। বাংলাভাষী জনগণের জন্যই মূলত বাংলায় সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে ডয়েচে ভেলে ও ভয়েস অব আমেরিকার মত সম্প্রচার সংস্থা। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের বাংলাভাষীরা এদের মূল শ্রোতা।

নিত্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও আমজনতা

হরিগোপাল দেবনাথ

জীবমাত্রই অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্ত--- শ্বাস -প্রশ্বাস ক্রিয়ার জন্য চাই নির্মল বিশুদ্ধ বায়ু, পানীয় বিশুদ্ধজল ও সুষম খাদ্য। আবার, মানুষ-প্রজাতির জীবদের মানুষের মতই সুস্থ ও সুষ্ঠু জীবন ধারণ করতে হলে, দার্শনিক ও ঋষি শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের সুচিন্তিত মতানুসারে প্রয়োজন ন্যূনতম পাঁচটি চাহিদার পূরণের জন্যে সুনিশ্চিততা (পূর্ণ গ্যারান্টি)। আর যে সমাজ-ব্যবস্থায় এই পাঁচটি চাহিদা-পূর্তির সুনিয়ন্ত্রিত কোনো বিধি-ব্যবস্থা নেই কিংবা এখনও গড়ে ওঠেনি অথবা কোনো না কোনো অজানা কারণেই গড়ে তোলা হয়নি, সেই সমাজকে আদৌ মনুষ্য সমাজ বলে অখ্যায়িত করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত, সেই বিচারের ভারটুকু আমি জনতার আদালতে ও বিশেষ করে চেতনা-প্রবণ শ্রদ্ধের পাঠকবর্গের বিবেক বিচারালয়ের দরজায় উপস্থিত করলুম। আরও একটি কথা, শুধু মানুষের সমাজের বিষয়েই বা কেন বলব, আধুনিককালের মানুষতো রাষ্ট্র-নির্মাণ করতে শিখেছে, রাষ্ট্র সু-পরিচালনার উদ্দের্শে সংবিধান রচনা করেছে ও নিজ নিজ সংবিধান অনুসারে ম্যানেজমেন্ট -মেশিনারি আর গর্ভনেন্স তথা গর্ভমেন্ট বা সরকার বানাতেও শিখে নিয়েছে। আর মানুষের এতসব ব্যবস্থাপনা জানা হয়ে গেছে বলেই আজকের মানুষ তার সভ্যতার উৎকৃষ্টের গৌরবে গৌরবান্বিত; শিক্ষার ও প্রজ্ঞার অতুজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্কর বলে দাবিও রাখছে। তারও বড় কথা হচ্ছে দেশ বা রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক শাসনতন্ত্ররূপে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ইত্যাদি নিয়েও বড়াইতে নেমে বিশ্বকে আলোড়িত করে চলেছেও।

তবে, এমতাবস্থায়ও দেখা যাচ্ছে বা জানাও যাচ্ছে যে, আজকের বিশ্বের পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা যথার্থই উদ্বেগ প্রকাশ করছেন বায়ু -দূষণ নিয়ে। কারণ, আমরা প্রশ্বাস ক্রিয়ার মাধ্যমে যে বাতাস ফুসফুসে টেনে নিচ্ছি তাতে নাকি দিনদিন মানুষ সহ জীবকুলের বাঁচার পক্ষে অনিষ্টকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও কার্বন-মনোক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস সমূহের মাত্রা বেড়েই চলেছে গ্রীণ হাউজ এফেক্টের ফলে। আবার যে জলকে বাঁচার জন্যে পানীয়রূপে প্রয়োজন সেই জলও ক্রমশ তার বিশুদ্ধতা নানাবিধ কারনেই হারিয়ে ফেলছে। দ্বিতীয়ত ভূ-গর্ভে জলস্তরও ক্রমশ নিম্নগামী বলে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে। সুতরাং বায়ু, জল, ভূমি ইত্যাদি যদিও মূলত প্রাকৃতিক সমুদ্র ও আমরা সকলেই জানি যে এদের সববরাহের মাত্রা একমাত্র বায়ুব্যতীত কোনটাই অফুরন্ত নয়, তথাপি ইত্যাদির বিশুদ্ধতার ক্ষয় আর দূষণ মুক্তি ঘটাবার জন্যে কিন্তু দায়টা একমাত্র মানুষ নামক জীবদের কাঁধেই নিতে হবে—বিকল্প উপায় রয়েছে বলে জানা নেই।

এবারে আসছি মানুষ রূপে জীবদের প্রাণ ধারণের জন্যে যে পাঁচটি ন্যূনতম চাহিদা বলে প্রাউট-দর্শনের প্রবক্তা তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন সেগুলো নিয়ে আলোচনায়। পাঁচটি ন্যূনতম চাহিদা হচ্ছে--- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, গৃহ চিকিৎসা ও শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্যই নিজেরাও চিন্তা করে লজিক্যাল সিদ্ধান্তে অবশ্যই উপনীত হতেই পারেন যে শ্রী সরকার নির্দেশিত উক্ত যুগোপযোগী চাহিদাগুলোর সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির প্রশ্ন আসছে কিনা। যদি সেরূপ নাই ঘটে, তাতেও এ প্রশ্নটা কিন্তু এসেই যাচ্ছে যে, আমাদের দেশ এই মহান ভারতে ও পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ভূ-ভাগে ও আমাদের প্রিয় বাসভূমি এই ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্বোক্ত পাঁচটি চাহিদা পূরণের সত্যিই বাস্তবানুগ কোন বিধি ব্যবস্থা ও তজ্জাতীয় আইনানুগ অনুমোদন রয়েছে কিনা। আমার জ্ঞানবিশ্বাস নিয়ে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের ভারতীয় সংবিধানে তদনুযায়ী কোন বিধান নেই। সুতরাং, আমাদের রাজ্যিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও সেরূপ ব্যবস্থাপনা করার লক্ষ্যে আমাদের রাজ্য সংস্কারময় জাতীয় সরকারও কোথাও কখনও বিন্দুমাত্র মাথা ঘামিয়েছেন বা ঘামাচ্ছেন বলে অন্তত আমার জানা নেই। তবে হ্যাঁ। ‘বিচিত্র ভারত’ ‘মহান ভারত’ ‘প্রজা-সাধারণতন্ত্রী ভারত’, ‘স্বচ্ছ ভারত’ ‘ডিজিটাল ভারত’ ‘ক্যাশলেশ ভারত’---ইত্যাদি উৎফুল্লতা জনক অভিধাগুলো নিয়ে গর্বোদ্ধতপ্রাণ নিয়ে আমরা বেঁচে বর্তে রয়েছি ; যদিও আমাদের দেহের সঙ্গে মনের আর মনের সঙ্গে প্রাণশক্তির বা অন্তরাত্মার সন্তুলন সমৃদ্ধ সম্পর্ক রয়েছে কিনা সেটা সম্যক জানা নেই। কিন্তু, সত্যটা গোপন রাখা যায় না বা সত্য কখনও চাপা থাকে না বলেই, দ্বিধাহীন চিত্তে এখানে আমি আমার ক্ষুদ্র মানসিকতার বাজারে যে সব সত্য সমূহ দিনরাত প্রতিক্ষণে ধরা পড়ে চলেছে। সেগুলো পাঠকবর্গের সামনে উপস্থাপিত করব বলে মনস্থ করেছি। অনুরোধ রাখব, মর্মবেদনাগ্রস্তরা অন্তত যদি চিন্তা চেতনার অচ্ছেদ্য বন্ধন একটু ঝালিয়ে নেন।

কথা হচ্ছে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ে, তাই আসুন না আমরা প্রথমেই আমাদের হেঁশেলের ওপরে চোখ একটু বুলিয়ে নিই। এ প্রসঙ্গটা শুরু করছি আমাদের ভোজ্য তেল, লবণ, হলুদ, জিরা, মশলাপাতি আর নিরামিশাষীদের ভোজ্য শাক -সব্জি, সোয়াবিন, পনির আর আমিষভোজীদের। নিত্য প্রয়োজনীয় মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির দর-দাম ও মূল্যস্তর নিযন্ত্রণহীনভাবে অবিরাম গতিতে ঊর্ধ্বগতির বিষয়টি নিয়ে। উল্লেখ রাখতে চাইছি যে, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় প্রতিটি পণ্যের মূল্য নিয়ে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার এখানে অবকাশ নেই বলেই বাধ্য হয়েই আমাকে মাত্র গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনাটি সীমিত রাখতে হচ্ছে। সেজন্যে সহৃদয় পাঠকবর্গকে মিনতি জানাচ্ছি বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করে নিতেও ইঙ্গিতের মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর আসল চিত্রটাও মানসপটে উপলব্ধি করে নিতে। আমাদের ভোজ্য তেল সমূহের মধ্যে সরষে তেলটাই সর্বসাধারণের কাছে বেশিমাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে বলে একে নিয়েই বলছি। এখন খোলাবাজারে সরষে তেলের লিটার প্রতি দর ১৬০ টাকা। দরটি যেহেতু অনিয়ন্ত্রিত তাই যেকোন মুহূর্তেই লাফিয়ে উপরে উঠে যেতেই পারে । তবে নিশ্চিন্ত থাকতেও পারেন যে সহসা এর দাম নীচে নেমে আসবে এমন কোন সম্ভাবনা নেই। সেই অনুযায়ী লবণ, আদা, পেঁয়াজ, মশলাপাতি থেকে হেঁশেলে রোজ প্রয়োজন পড়ে এমন প্রতিটি পণ্যের মূল্যস্তর কেবলই তরতরিয়ে চড়েই যাচ্ছে। আর দেশের হাড় জিরজিরে বুভুক্ষু মানুষগুলো জীবন যন্ত্রনার তাপমাত্রা নিত্য ব্যবহার্য পণ্যাদির মূল্যবৃদ্ধির আগুনের তাপে বেড়ে চলেছে।

এবারে আসি চলুন রসুই ঘরে আর রসুই ঘর হয়ে পাশের বসার ঘরে অর্থাৎ বৈঠকখানায় তথা আধুনিকতায় মোড়া ডাইনিংরুমে। রসুইয়ে আর ডাইনিংরুমে আসবাবপত্র সহ যাবতীয় জিনিসপত্র আর প্রসাধনী সামগ্রী কোনোটার বাজারমূল্য নিম্নবিত্ত আর স্বল্প ও সীমিত আয় উপার্জনকারী আমজনতার নাগালের মধ্যে নেইবর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনের মুখোশের তীব্র শোষণের কারণও দেশীয় পুঁজিপতি নররক্ত মোক্ষণকারী নেপথ্য-নায়কদের অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে, এই কঠিন বাস্তব সত্যটি অনেক দেরিতে হলেও দেশের রুগ্ন জনতা, বুভুক্ষু জনতা, অপুষ্টির শিকারে মরণ যন্ত্রণায় কাতর জনতা, অশিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত জনতা, ছিন্নবস্ত্র পরিহিত কিংবা অর্ধনগ্ন জাত আর ভূমিহীন, ঠিকানাহীন ভবঘুরে, ফুটপাতবাসী, বস্তিবাসী, গাছতলাবাসী, রাস্তার ধীরে নর্দমা থেকে ও আস্তাকুড় থেকে খাবার খুঁজে নিয়ে জীবনযুদ্ধরত প্রান্তিক ও ছত্রছাড়া ও জীবনের ছন্দহারা অসহায় জনতা---অতি ধীরে হলেও এমন বুঝে উঠতে পারছেন এটাই আজ সবচেয়ে বড় ভরসার কথা।

কথা বলতেই হচ্ছে, পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের বিরামহীনভাবে রকেট গতিতে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে। গত দু’মাসে কম করে হলেও অন্তত কুড়ি দফারও বেশি ধাপে ধীপে দাম বেড়ে গিয়ে পেট্রোলের লিটারপ্রতি মূল্যহার দাঁড়িয়েছে একশ টাকার ওপরে, ভিজেলের দামও একশ টাকা ছুঁতে যাচ্ছে আর রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার পিছু দাম হাজার টাকা। অবশ্য পেট্রোল,ডিজেল আর রান্নার গ্যাস এসব তো লবণ, সরষে তেল, পেঁয়াজ, আটা, চাল, ডাল, মশলাপাতি ইত্যাদির মত কেউই খেতে পারে না, খানও না। তাহলে প্রশ্ন, ওদের মূল্য বাড়লেই বা ক্ষতি কী? এ সবের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা কিন্তু খাওয়া না-খাওয়া নিয়ে মোটেই নয়। কারণ, এরা জ্বালানী পদার্থ বলেই পেট্রোল, ডিজেল আমাদের ব্যবহারে আসছে পরিবহণের জন্যে। হয়তো কেউ কেউ বলতেই পারেন যে, তাতে নিত্যযাত্রীরা ভুগলেও আমজনতার তেমন অসুবিধাটা কোথায় হচ্ছে। বিষয়টি কিন্তু অতি সহজ। ধরুন আমাদের রাজ্যে বাজারে চাল, ডাল, চিনি, লবণ, পোষাক পরিচ্ছদ, শিশুখাদ্য, ঔষধপত্র, চাষবাদের জন্যে যন্ত্রপাতি ও কীটনাশকীয় মানুষের প্রসাধনী, পড়ুয়াদের কাগজ কলম বইপত্র যে সব বাইরে থেকে আনতে হচ্ছে তা জল পথে, স্থলপথে কিংবা আকাশপথেই আনা নেওয়া করতে হচ্ছে। আমাদের গায়ে মাখার সাবান থেকে নখ কাটার ছুরিও তো, যান যোগেই আসে বা যায়। আর সেজন্যেই যান পরিবহণে জ্বালানী অপরিহার্য। তাহলেই বোঝা গেল যে জ্বালানী দ্রব্য সমূহের মূল্যবৃদ্ধিটা আমজনতার হাড় জ্বালানোর জন্যে,কতটাই গুরুত্বপূর্ণ। আবার বিপরীত ক্রমেও কিন্তু অকাট্য যুক্তি রয়েছে। অর্থাৎ, চালাক চতুর ব্যবসায়ীরা বা তাদের সাক্‌রেদ গোমস্তারা এমন সব জিনিসপত্রের দামেই অদৃশ্য যান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালিয়ে রাখবেন যাতে স্বয়ংক্রিয় গতিতে প্রতিনিয়ত লিটারপ্রতি বা কে জি প্রতি পাঁচ দশ পাঁচিশ পয়সা করে অবিরাম বাবে দাম কেবল বেড়েই চলবে চালাক অথচ অসাধু ব্যবসায়ীরা ততটাই সেয়ানা যে, চোখে পড়ার মত না করে পয়সার মাপে লিটার প্রতি দাম বাড়াচ্ছেন, কেননা লিটারে যদি এক কোপেই পাঁচ টাকা মূল্যবৃদ্ধি হয় সেটা চোখে বা কানে সেই উত্তাপটা সবার অনুভূতিতে চলেই আসবে। তাই এক সাথে পাঁচ মাসের জন্য না বাড়িয়ে সেটাই প্রতিবার পাঁচ বা দশ পয়সা করে বাড়িয়ে যেতে হবে দু-চার দিন বা এক -দু সপ্তাহ পর পর । এটা এমনই ধরনের আম জনতার এক উৎকৃষ্ট পদ্ধতি যেমনটা বাজারে গিয়ে একজন রেগা শ্রমিক যদি দাম জানতে চান সিদল শুটকীর , সে ক্ষেত্র খুচরো ব্যবসায়ী বলে দেবেন ‘বাবু, দামটা তেমন মোটেই নয়। আপনার কী পরিমাণ লাগবে? দাম মাত্র আট টাকা শ’ অর্থাৎ এক শ’ গ্রামের মূল্য আট টাকা। (ক্ষেত্রে স্বল্প বাজেটের খুচরো ক্রেতা ১০০ গ্রাম, ৫০ গ্রাম এমন মাপের কিছু সস্তা নিয়ে নেবেন। তবে তাকে যদি প্রথমেই বলা হত যে ৮০০ টাকা কিলো। তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াত, ভেবে নিন। আমাদের রাষ্ট্র পরিচালকেরও হল তদ্রুপ অবস্থা। ওরা যতটা না দেশ পরিচালক (দেশ সেবক কথটা কিন্তু বললুম না ইচ্ছে করেই) তার চেয়ে সহস্রগুণে বড় ব্যবসায়ী তথা শোষক শ্রেণির আজ্ঞাবহ ক্রীতদাসরূপে। আর সেই অদৃশ্য শোষণ চক্রব্যূহে নিদারুণভাবেই বন্দিদশাগ্রস্ত হচ্ছেন দেশের আমজনতা। প্রশ্নটা আসতেই পারে যে, বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনামলেই কি এইরকম উৎপাতের আমদামী হল? এর উত্তরে বলতেই হবে যে দেশের কালোটাকার বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক ঋণের অছিলা করে বিদেশে পাড়ি দেওয়া, শাসকবর্গ বড় বড় বাণিজ্যের ঋণ গ্রাহীদের ভর্তুকি দেওয়া বা ঋণ মকুকরে দেওয়া, বিভিন্ন জনপরিষেবার নামে দেদারে সরকারি অর্থের তছরূপ আর দেশের নোট অচল করে দেবার নাম বাড়তি নোট ছাপানো ও আর বি আইয়ের কাছে ঋণগ্রস্ত সরকারি বাজেট ইত্যাদির কারণে দেশে প্রবল মুদ্রাস্ফীতি। আন্তর্জাতিক শেয়ার মার্কেটে রুপির মূল্য হ্রাস ধনীদের কম অর্থ বিনিয়োগ ইত্যাদির কারণে অনুরূপ আর্থিক শোচনীয় বিপর্যয়।

অবশ্যই এই সমস্যা সৃষ্টির প্রবণতার সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের পূর্ব থেকেই, যেখানে ভারতীয় নেতৃগর্ব তখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরিবর্তে খণ্ডিত ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা চেয়ে নিয়েছিলেন দেশীয় পুঁজিপতিদের পরামর্শেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আর দেশের ভাগ বাঁটোয়ার ক্ষেত্রেও মূল নেতৃত্বে ছিলেন—পুঁজির বড় মালিক, বড় মাপের বিজনেসম্যান, শিল্পপতি ভূস্বামী বা জমিদার শ্রেণির আর অভিজাতরা। এই ক্যাপিটালিস্টদের দাপটও অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলন আজও অব্যাহত। তাই বলব সমাধান অধরা নয়। চাইলেই পাওয়া যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আরও ৫ জনের শরীরে মিলল জিকা ভাইরাস, চিন্তায় কেরল সরকার

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ জুলাই (হি.স.): করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে এমনিতেই নাজেহাল দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরল। এর মধ্যে সে রাজ্যে চিন্তা বাড়াচ্ছে জিকা ভাইরাস। কেরলে আরও ৫ জনের শরীরে মিলল জিকা ভাইরাস, সব মিলিয়ে কেরলে মোট ২৮ জনের শরীরে মিলল জিকা ভাইরাসের উপস্থিতি। বৃহস্পতিবার কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ জানিয়েছেন, রাজ্যে আরও ৫ জনের শরীরে জিকা ভাইরাসের উপস্থিতি মিলেছে-দু”জন আনায়ারার বাসিন্দা ও কুন্নুকুঝি, পট্টম ও ইস্ট ফোর্টে একজন করে সংক্রমিত হয়েছেন। সবমিলিয়ে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত মোট ২৮ জনের শরীরে জিকা ভাইরাসের উপস্থিতি মিলেছে।

জিকা ভাইরাস মশাবাহিত একটি রোগ। মশার মাধ্যমে এই ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এই রোগে আক্রান্ত হলে ডেঙ্গুর মতোই লক্ষণ দেখা দেয়। প্রবল জ্বর, গাঁটে ব্যাথা ছাড়াও, শরীরে র‍্যাশ বের হতে দেখা যায়। এমনকি শরীরের জটিলতা বাড়িয়ে প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে জিকা ভাইরাস। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দক্ষতা বিকাশ আত্মনির্ভর ভারতের বড় বুনিয়াদ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): স্কিল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ দক্ষতা বিকাশ আত্মনির্ভর ভারতের বড় বুনিয়াদ। নতুন প্রজন্মের যুবসমাজের দক্ষতা বিকাশ জাতীয় প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ স্কিলস ডে প্রোগ্রামের অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী বলেছেন, 'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার করোনা মহামারীর মধ্যে এই দিনটি উদযাপন করছি আমরা। ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ স্কিলস ডে-র গুরুত্ব অনেকটাই বাড়িয়েছে এই বৈশ্বিক মহামারীর চ্যালেঞ্জ।...আমি অত্যন্ত খুশি যে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মাধ্যমে ১.২৫ কোটি যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।' ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ স্কিলস ডে প্রোগ্রামের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'নতুন প্রজন্মের যুবসমাজের দক্ষতা বিকাশ জাতীয় প্রয়োজন ও আত্মনির্ভর ভারতের জন্য বড় বুনিয়াদ। বিগত ৬ বছরে যে বুনিয়াদ তৈরি হয়েছে, যে নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে, সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের নতুনভাবে স্কিল ইন্ডিয়া মিশনকে আরও গতি দিতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বর্তমানে বিশ্বে দক্ষতার এতটাই চাহিদা যে, যে দক্ষ হবে তাঁরই উন্নতি হবে। ব্যক্তি বিশেষের পাশাপাশি দেশের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।' মোদী বলেন, 'কী করণীয় সে সম্পর্কে শিক্ষা যদি আমাদের অবগত করে, তাহলে দক্ষতা আমাদের শেখায় সেই কাজ বাস্তবে কেমন হবে। স্কিল ইন্ডিয়া মিশন এই সত্য, এই প্রয়োজনের সঙ্গে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলার কার্যক্রম।' যুব সমাজের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিশ্বের জন্য একটি স্মার্ট ও স্কিল্ড ম্যান পাওয়ার সলিউশন ভারত দিতে পারে, এটা আমাদের নতুন প্রজন্মের স্কিলিং স্ট্রাটেজির মুলে থাকতে হবে।'হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দেশ ও বিশ্বে নতুন পরিচয় তৈরি করেছে কাশি : যোগী আদিত্যনাথ

বারাণসী, ১৫ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে শুধুমাত্র দেশ নয়, বিশ্বেও নতুন পরিচয় তৈরি করেছে কাশি। উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে নতুন কাশি। বৃহস্পতিবার বারাণসীর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ময়দানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন বারাণসীতে ১৫০০ কোটি টাকারও বেশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তার মধ্যে রয়েছে-গোদাউলিয়াতে মাল্টি-লেবেল পার্কিং, ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্টের জন্য রো-রো ভেসেল ও বারাণসী-গাজীপুর হাইওয়েতে তিন-লেনের ফ্লাইওভার ব্রিজ।

প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখার আগে এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে শুধুমাত্র দেশ নয়, বিশ্বেও নতুন পরিচয় তৈরি করেছে কাশি। উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে নতুন কাশি। দেশ ও বিশ্বের কাছে উন্নয়নের মডেলে উন্নীত হয়েছে স্মার্ট কাশি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদৃষ্টি ও অনুপ্রেরণা মানুষকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে।' দিল্লি থেকে বারাণসী পৌঁছনোর পর এদিন প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ অন্যান্যরা। সেখান থেকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ময়দানে পৌঁছন মোদী।

পঞ্জাবে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত্যু ৪ জন যুবকের

হোশিয়ারপুর, ১৫ জুলাই (হি.স.): পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৪ জন যুবক। বুধবার মধ্যরাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চন্ডীগড় বাইপাস রোডের কাছে শেরগড় গ্রামে। মৃত যুবকদের বয়স ২৫-৩০ বছরের মধ্যে। দুর্ঘটনাস্থলেই ৩ জনের মৃত্যু হয়, লুধিয়ানার হাসপাতালে মৃত্যু হয় চতুর্থজনের। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুরহিরান চকের ভারপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ সুখদেব সিং জানিয়েছেন, বুধবার মধ্যরাতে চন্ডীগড় বাইপাস রোডের কাছে শেরগড় গ্রামে একটি ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষ হয়। তীব্র সংঘর্ষের জেরে দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়ির ৩ জন আরোহীর। একজনের মৃত্যু হয় লুধিয়ানার হাসপাতালে। কী কারণে দুর্ঘটনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ভারী বৃষ্টি ও হড়পা বানে জার্মানিতে মৃত ১৯, নিখোঁজ ৫০ জন

বার্লিন, ১৫ জুলাই (হি.স.): ভারী বৃষ্টিপাত ও হড়পা বানে পশ্চিম জার্মানিতে প্রাণ হারালেন অন্ততপক্ষে ১৯ জন। এছাড়াও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৫০ জনের। জলস্তর বাড়তে থাকায় ভেঙে পড়েছে বহু বাড়ি। মৃত ১৯ জনের মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে শুলড পৌরসভা এলাকায়। এখানে জলের স্রোতে বাড়ি ভেসে গিয়েছে। উত্তর রাইন-ওয়েস্টফালিয়া (এনআরডাব্লু) রাজ্যগুলি অস্বাভাবিকভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।যথাসাধ্য চেষ্টা করে দুর্গতদের উদ্ধারের চেষ্টা করছেন উদ্ধারকারী দলের প্রতিনিধিরা। আল্টেনা এবং বুদোহল শহরে দু”জন দমকলকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। আরও দু”জন নিকটস্থ সলিনজেন ও উন্নাতে বন্যায় মারা গিয়েছেন, আরও একটি মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে রাইনবাচে। আঞ্চলিক অফিসার জুয়েরজেন ফয়েহলার অনুরোধ জানিয়েছেন, 'যদি সম্ভব হয় তাহলে বাড়িতেই থাকুন, উচ্চতর তলায় চলে যান।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

হেঁচকি কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না! হাসপাতালে ভর্তি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট

সাও পাওলো, ১৫ জুলাই (হি.স.): এক-দু”দিন নয়, টানা ১০ দিন ধরে অদ্ভুত অস্বস্তিতে ভুগছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো। কিছুতেই হেঁচকি বন্ধ হচ্ছে না তাঁর, সঙ্গে পেটে ব্যথাও অনুভব করছেন। তাই অবশেষে চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট। ভর্তি হয়েছেন সাও পাওলোর ভিলা নোভা স্টার প্রাইভেট হাসপাতালে। ঠিক কী কারণে এই হেঁচকির সমস্যা তাঁর হচ্ছে, তা জানার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসকদের অনুমান অন্ত্রের কোনও সমস্যা থেকেই এই হেঁচকির সমস্যা হচ্ছে বলসোনারোর। টুইট-বার্তায় বলসোনারো জানিয়েছেন, 'ঈশ্বর চাইলে শীঘ্রই ফিরে আসব।" বছর তিনেক আগে ২০১৮ সালে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের উপর হামলা চালায় এক আততায়ী। বলসোনারোর পেটে ছুরি মেরেছিল সে। সে যাত্রায় ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বেঁচে গেলেও এখন নতুন করে কোনও সমস্যা হচ্ছে কী না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না চিকিৎসকরা। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বলসোনারোর হেঁচকি ওঠার সঙ্গে হয়তো তাঁর পেটে সার্জারির সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে।

কালাইন ও জালালপুরে চুলাই মদের ডেরায় আবগারি বিভাগের হানা, গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দুটি ঠেক, আটক দুই

কালাইন (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : কালাইন ও জালালপুর এলাকায় চুলাই মদের ঠেকে আবগারি বিভাগের অভিযানে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দুটি ঘাঁটি। একই সঙ্গে মদ্যপ অবস্থায় দুই ব্যক্তিকে আটক করে বড়খলার আবগারি বিভাগের সার্কল কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিভাগীয় পরিদর্শক বিপ্রজিৎ হাসামসা বৃহস্পতিবার দলবল নিয়ে কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার কালাইন এবং জালালপুরের বিভিন্ন স্থানে অবৈধ চুলাই মদের ডেরায় হানা দেন। এদিন জালালপুরের একটি বাড়ি থেকে চুলাই মদ তৈরির বেশ কিছু কাঁচামাল ও সরঞ্জাম নষ্ট করে অবৈধ চুলাই মদের ডেরা গুঁড়িয়ে দেন আবগারি আধিকারিকরা। এছাড়া জালালপুরের অন্য এক বাড়িতে মজুত ৭০০ লিটারের বেশি চুলাই মদ নষ্ট করেন তাঁরা। যদিও বিশাল পরিমাণের ওই মদের মালিক হিসেবে দাবিদার কেউ সামনে আসেননি। অভিযান চলাকালে অবৈধ চুলাই মদের ব্যবসায় জড়িত কাউকে পাওয়া যায়নি। এভাবে জালালপুরে বেআইনি চুলাই মদের বিভিন্ন ঠেকে দিনভর অভিযান চালিয়ে ফেরার পথে জালালপুর নতুন বাজারের একটি স্থানে মদ্যপানে মশগুল দুই ব্যক্তিকে আটক করে আবগারি অফিসে নিয়ে যান বিভাগীয় আধিকারিকরা।

এছাড়া বড়য়াত্রাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দপুর পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকার সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবৈধ মদের ব্যবসা করার অভিযোগ থাকার জন্য তাদেরকে হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

জালালপুর এলাকায় চুলাই মদের একাধিক আস্তানায় অভিযান চালানোর জন্য স্থানীয় সচেতন জনগণ আবগারি বিভাগের আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অন্যদিকে এলাকার যত্রতত্র মদের আড্ডা গড়ে ওঠার জন্য প্রকারান্তরে আবগারি বিভাগের কতিপয় আধিকারিককে দায়ী করেন তাঁরা। সচেতন জনগণের অভিযোগ, বিভাগীয় একাংশ আধিকারিকের প্রচ্ছন্ন মদতেই এলাকায় বেআইনি ব্যবসা চালিয়ে যেতে উৎসাহ পেয়ে থাকেন চুলাই মদের কারবারিরা। এদিকে আবগারি বিভাগের বড়খলা সার্কলের পরিদর্শক বিপ্রজিৎ হাসামসা সাংবাদিকদের জানান, কালাইন, গুমড়া, দিগরখাল ও জালালপুর এলাকায় অবৈধ মদের ডেরায় তাঁদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

পেট্রোলের দামে ফের রেকর্ড, নাগাড়ে চড়ছে ডিজেলও

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): মূল্যবৃদ্ধিতে ফের রেকর্ড গড়ল পেট্রোল, একনাগাড়ে বাড়ছে ডিজেলের দামও। একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে মধ্যবিত্তের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দুই জ্বালানি তেলের মূল্য। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম ১১০ টাকা ছুঁইছুঁই, মুম্বইয়ে ১০৭ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়েছে লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নাগাড়ে চড়ছে দিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু ও চেন্নাইতেও।

বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে লিটারপ্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০১.৫৪ টাকা এবং ডিজেলের বর্ধিত দাম ৮৯.৮৭ টাকা। কলকাতায় পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত দাম, যথাক্রমে-১০১.৭৪ টাকা প্রতিলিটার পেট্রোল এবং ৯৩.০২ টাকা প্রতিলিটার ডিজেল। মুম্বইয়ে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০৭.৫৪ টাকা এবং ডিজেল ৯৭.৪৫ টাকা। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০২.২৩ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.৩৯ টাকা। বেঙ্গালুরুতে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০৪.৯৪ টাকা এবং ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৯৫.২৬ টাকা। উল্লেখ্য, বিগত ৩ দিন স্থির ছিল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম, কিন্তু বৃহস্পতিবার ফের দামি হল দুই জ্বালানি তেল। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির জেরে প্রভাব পড়ছে দৈনন্দিন জীবনে।

উল্টোডাঙা ফ্লাইওভারের পাঁচিলে ধাক্কা বাইকের, গুরুতর আহত ৩ আরোহী

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স.): বেপরোয়া গতিতে মোটরবাইক চালানোর পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, ফের তা প্রমাণিত হল। বুধবার গভীর রাতে উল্টোডাঙা ফ্লাইওভারের পাঁচিলে ধাক্কা মারে একটি মোটরবাইক। বাইক আরোহীদের কারও মাথায় হেলমেট ছিল না, দুর্ঘটনায় ৩ জন বাইক আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রের খবর, রাত তখন ১২.৩০ মিনিট হবে, বেঙ্গল কেমিক্যালের দিক থেকে লেকটাউনে যাওয়ার পথে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টোডাঙা ফ্লাইওভারের পাঁচিলে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় বাইকটি। হেলমেট না থাকায় তিন বাইক আরোহী আহত হয়েছেন, তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় লেকটাউন থানার পুলিশ। বাইকটিকে আটক করা হয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ট্রলারডুবির ঘটনায় ৯ মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার, খোঁজ নেই একজনের

নামখানা, ১৫ জুলাই (হি.স.): আশঙ্কাই সত্যি হল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকখালির কাছে বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবির ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জন মৎস্যজীবীরই। এখনও খোঁজ মেলেনি একজনের। তাঁরও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেকটাই কম। বুধবার ভোরে রক্তেশ্বরী চরের কাছে ডুবে যায় একটি ট্রলার। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রলার 'এফবি হৈমবতী'-র ভিতরেই আটকে পড়েন মৎস্যজীবীরা। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নিখোঁজদের কোনও সন্ধান মেলেনি, পরে মধ্যরাতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রলার উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জের বালিয়াড়ায় নিয়ে আসা হয়। রাতভর তল্লাশিতে ট্রলারের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় ৯ জন মৎস্যজীবীর দেহ। উদ্ধারকাজ পরিদর্শন করতে রাতে ফ্রেজারগঞ্জে এসেছিলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা।

বুধবার ভোরে ট্রলার ডুবির খবর পেয়েই সমুদ্রে নামানো হয় উপকূল থানার ২টি স্পিডবোট। এ ছাড়া উপকূল রক্ষী বাহিনীর একটি বোট এবং ১৫টি মৎস্যজীবী ট্রলার সমুদ্রে তল্লাশি শুরু করে। পাশাপাশি ছিল উপকুল রক্ষীবাহিনীর জাহাজও। এ ছাড়াও আকাশপথে ডর্নিয়েের বিমানের মাধ্যমেও চলে নজরদারি। কিন্তু, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নিখোঁজদের কোনও সন্ধান মেলেনি। সারাদিন উদ্ধারকাজ চালানোর পর মধ্যরাতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রলার উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জের বালিয়াড়ায় নিয়ে আসা হয়।তারপর ট্রলারের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় ৯ জন মৎস্যজীবীর দেহ। একজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

জম্মুতে বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছে ফের ড্রোন, উচ্চ-সতর্কতা জারি

জম্মু, ১৫ জুলাই (হি.স.): জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ড্রোন-হামলার পর এখনও খুব বেশি হয়নি, জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছে ফের দেখা মিলল সন্দেহজনক ড্রোন। বুধবার রাতে জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছে ড্রোন উড়তে দেখা যায়। জম্মু পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার রাতে জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটির অদূরে, সতওয়ারি ও মিরান সাহিব এলাকার মাঝে একটি ইউএভি (ড্রোন) দেখা যায়। ড্রোন দেখতে পাওয়া মাত্রই কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় সুরক্ষা বাহিনী, এরপর রাতের অন্ধকারে ড্রোনটি উধাও হয়ে যায়। এই ঘটনার পরই উচ্চ-সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৭ জুন জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে সন্দেহজনক ড্রোনের সাহায্যে দু”টি বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ওই ঘটনায় আহত হয়েছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার দু”জন জওয়ান। তারপর থেকে বহুবার জম্মুর বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা মিলেছে ড্রোনের। আর আগে বুধবারই জম্মুর অর্নিয়া সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে একটি ড্রোন দেখতে পান সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র জওয়ানরা। গুলি চালানোর পর সেই ড্রোনটিও পালিয়ে যায়। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারাবন্দি দিবস আজ

মনির হোসেন,ঢাকা, ১৫ জুলাই।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার কারাবন্দী দিবস আজ শুক্রবার। ১/১১-এর অগণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিভিন্ন মিথ্যা-বানোয়াট, হয়রানি ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই গণতন্ত্রের মানসকন্যা বঙ্গবন্ধু তনয়া বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয়। সেদিন ভোরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় দুই সহস্রাধিক সদস্য সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে শেখ হাসিনার ধানমন্ডিস্থ বাসভবন সুধা সদন ঘেরাও করে। এমতাবস্থায় শেখ হাসিনা ফজরের নামাজ আদায় করেন। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে যৌথবাহিনীর সদস্যরা শেখ হাসিনাকে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে সুধা সদন থেকে বের করে নিয়ে আসে এবং যৌথবাহিনীর সদস্যরা বন্দি অবস্থায় তাঁকে ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করে। তৎকালীন অবৈধ ও অসাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নীলনকশা অনুযায়ী আদালতের কার্যক্রম শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই ঘন্টা আগেই আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার জামিন আবেদন আইন বহির্ভূতভাবে না মঞ্জুর করে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট।

শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে অবরুদ্ধ করার অপপ্রয়াস চালায় তৎকালীন অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সাহসিকা শেখ হাসিনা আদালতের গেটে দাঁড়িয়ে প্রায় ৩৬ মিনিটের অগ্নিঝরা বক্তৃতার মাধ্যমে তৎকালীন অবৈধ সরকারের হীন-রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। গ্রেফতার পূর্ব মুহূর্তে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি চিঠির মাধ্যমে দেশের জনগণ এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদেরকে গণতন্ত্র রক্ষায় মনোবল না হারিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশবাসী ও দলীয় নেতা-কর্মীরা জেগে উঠলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ষড়যন্ত্র মারাত্মক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠন ও গণতন্ত্রপ্রত্যাশী দেশবাসীর ক্রমাগত প্রতিরোধ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুকন্যার আপোষহীন ও দৃঢ় মনোভাব এবং দেশবাসীর অনড় দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের ১১ জুন দীর্ঘ ১১ মাস কারাভোগ ও নানামুখী ষড়যন্ত্রের পর তৎকালীন অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার মুক্তির মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরায় ফিরে আসে। যুগপৎভাবে বিকাশ ঘটে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের।

আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠন দিনটি 'শেখ হাসিনা'র কারাবন্দি দিবস' হিসাবে পালন করে থাকে। দিবসটি উপলক্ষে আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন এবং বিভিন্ন সংগঠন স্বাস্থ্য বিধি মেনে আলোচনা সভা ও সমাবেশসহ মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে আজ সকাল সাড়ে ১০ টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখবেন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। সভায় সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী।

এদিকে, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ সকাল ১১ টায় ১৯ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এর ৪র্থ তলায় আলোচনা সভা ও শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারা অন্তরীণ দিবস উপলক্ষে ভার্চুয়াল আলোচনার আয়োজন করেছে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখবেন। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক বিবৃতিতে, যথাযথভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি মেনে যার যার অবস্থান থেকে শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে পরম করুণাময়ের নিকট দেশবাসীকে প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সাথে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল বাঙালি হৃদয়ে দেশপ্রেমের বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে সংকট জয়ের ঐক্যবদ্ধ সুরক্ষা ব্যুহ সৃষ্টি করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রধান তথ্য অফিসারের দায়িত্বে শাহেনুর মিয়া

মনির হোসেন,ঢাকা, ১৫ জুলাই।। বিসিএস (তথ্য সাধারণ) ক্যাডারের কর্মকর্তা তথ্য অধিদফতরে কর্মরত অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার (প্রশাসন ও প্রেস) মো. শাহেনুর মিয়াকে তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে আর্থিক ক্ষমতাসহ বাংলাদেশের প্রধান তথ্য অফিসার (পিআইও) এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত তথ্য অধিদফতরের প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকারের চুক্তির মেয়াদ বুধবার (১৪ জুলাই) শেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক কাজের স্বার্থে তাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

শাহেনুর মিয়া ত্রয়োদশ বিসিএসের একজন কর্মকর্তা। তিনি ১৯৯৪ সালে বিসিএস (তথ্য সাধারণ) ক্যাডারে যোগদান করেন। চাকরি জীবনে তিনি গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তর, চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তথ্য অধিদফতরে ২০০৩ সাল থেকে বিগত ১৮ বছর ধরে সংবাদকক্ষ, প্রটোকল, সমন্বয় শাখায় দায়িত্বসহ সিনিয়র ডিপিআইও এবং অতিরিক্ত প্রধান তথ্য কর্মকর্তা পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র।

পঞ্জাব কংগ্রেসের মাথায় নবজ্যোত সিং সিধু, ভারসাম্যের পথেই কংগ্রেস হাইকমান্ড

চণ্ডীগড়, ১৫ জুলাই (হি.স.) : আগামী বছরের গোড়াতেই বিধানসভা ভোট। তার আগে দলের মধ্যে বিদ্রোহের আগুনকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সচেষ্ট কংগ্রেস হাইকমান্ড। পঞ্জাব কংগ্রেসের ভিতর যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা সামাল দিতে ভারসাম্যের পথেই হাঁটতে চাইছেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢড়া। কংগ্রেস শীর্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিগগির নবজ্যোত সিং সিধুকে পাঞ্জাবের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করতে পারে দল। দু”একদিনের মধ্যেই তা ঘোষণা হয়ে যাবে।

পঞ্জাবের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিংয়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিস্ফোরক সব অভিযোগ করেছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেট ওনেপার সিধু। তারপর থেকেই পঞ্জাব কংগ্রেসে অশান্তির সূত্রপাত। ভোটের আগে যা হাইকম্যান্ডের শিরপীড়ার কারণ হয়ে ওঠে। কয়েকদিন আগেই দিল্লিতে গিয়েছিলেন সিধু। কিন্তু রাহুল গান্ধীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। তবে প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন প্রাক্তন এই ক্রিকেটার। যিনি বিজেপি থেকে কংগ্রেসে এসেছিলেন। তারপর গত ৪৮ ঘণ্টায় কংগ্রেস নিয়ে উতসাহব্যঞ্জক ঘটনা ঘটে। রাহুল, প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে বৈঠক করেন প্রশান্ত কিশোর। প্রশান্ত এমনিতেই পঞ্জাবে অমরেন্দ্র সিংয়ের ভোট স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে কাজ করছেন।

সূত্রের খবর, প্রশান্তের পরামর্শেই সিধুকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি করা হতে পারে। তবে অনেকে এও প্রশ্ন তুলছেন, সিধুকে প্রদেশ সভাপতি করা হলেও ক্যাপ্টেন ব্যাপারটা কতটা খোলা মনে মেনে নেবেন? যদি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অমরেন্দ্র সিং সিধুর বিরুদ্ধে বিরোধিতা চালিয়ে যান তাহলে সরকার আর দল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পর্যবেক্ষকদের মতে, সেক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার যে ফর্মুলাতে সিধুকে প্রদেশ সভাপতি করা হচ্ছে তা মাঠে মারা যাবে। পঞ্জাবে বিজেপির জোট ভেঙে গিয়েছে।

শিরোমণি আকালি দল অনেক আগেই তিন কৃষি আইনের বিরোধিতা করে এনডিএ থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্রকাশ সিং বাদলের পুত্রবধূ হরসিমরত বাদল পাঁচ মাস আগে মোদী মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তবে অকালি দলের সঙ্গে আবার জোট বেঁধেছে মায়াবতীর বিএসপি। নানান সমীকরণে এবার পঞ্জাবের ভোট তাই বেশ রঙিন। তার মধ্যেই প্রদেশের সভাপতি বদলের পথে কংগ্রেস।

এবার তালিবানের কবজায় পাক-আফগান সীমান্তের সেনাঘাঁটি স্পিন বলডাক

কাবুল, ১৫ জুলাই (হি.স.) : আফগানিস্তানের একের পর এক প্রদেশ দখলের পর এবার পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে থাকা গুরুত্বপূর্ণ সেনাঘাঁটি স্পিন বলডাকেরও দখল নিল জঙ্গি গোষ্ঠী তালিবান। এক বিবৃতি জারি করে এমনটাই দাবি করল তালিবান জঙ্গিগোষ্ঠী। যদিও তালিবানি দখলদারির অভিযোগ অস্বীকার করেছে আফগান সরকার।

স্পিন বলডাক পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ সেনাঘাঁটি। কারণ, আফগানিস্তানে কোনও বন্দর নেই। স্বাভাবিকভাবেই বাণিজ্য, আমদানি-রফতানির জন্য নিকটবর্তী পাকিস্তানের দক্ষিণের বন্দর শহর করাচির উপর নির্ভরশীল কাবুলিওয়ালার দেশ। আর সেই বন্দরে মালপত্র পৌঁছয় কান্দাহার প্রদেশের দক্ষিণে থাকা স্পিন বলডাক সেনাঘাঁটি পেরিয়ে। এবার সেই এলাকাই কবজা করল তালিবানরা। যাঁর অর্থ বিদেশি বাণিজ্য একপ্রকার বন্ধ হয়ে যাওয়া। পাশাপাশি দেশে পৌঁছবে না প্রয়োজনীয় সামগ্রীও। বুধবার তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ একটি ভিডিও পোস্ট করেন। তাতে দেখা যায়, পাক-আফগান সীমান্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেনাঘাঁটি স্পিন বলডাকের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তালিবানি যোদ্ধারা। তাদের উপস্থিতি, গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সাদা পতাকা, এমনকী তাদের গাড়ির আনাগোনা চোখে পড়েছে বলে জানিয়েছেন সীমান্ত লাগোয়া পাকিস্তানি শহর চমনের বাসিন্দারা। যদিও তালিবানি দখলদারির অভিযোগ অস্বীকার করেছে আফগান সরকার। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সরকারি আধিকারিকের দাবি, স্পিন বলডাক অঞ্চল আফগান সরকারের অধিকার-ই রয়েছে। সেখানে তালিবানি দখলদারি নেই। শুধু পাক-আফগান বর্ডার পোস্টই নয়। তালিবানের নজর একাধিক আন্তর্জাতিক সীমান্তের বর্ডার পোস্ট। দাবি, ইতিমধ্যে আফগানিস্তানের সঙ্গে থাকা ইরান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তানের সীমান্তের সামরিক ঘাঁটিতে কবজা জমিয়েছে তালিবানেরা। যার জেরে ক্রমশ গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে আফগানিস্তান।

অসম : বদরপুরের নবীনচন্দ্র কলেজে বিজ্ঞান শাখা সম্পর্কে বিধানসভায় মন্ত্রীর বক্তব্য

গুয়াহাটি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় করিমগঞ্জ কলেজ, রামকৃষ্ণনগর কলেজ এবং এরালিগুলে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মডেল কলেজে বিজ্ঞান শাখা থাকার পরও পাথারকান্দি কলেজে ২০২০ সালে বিজ্ঞান শাখা চালু করা হয়েছে। তাছাড়া বদরপুরের নবীনচন্দ্র কলেজ কর্তৃপক্ষ ২০০৮ সাল থেকে বেসরকারিভাবে কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে খবরও রাজ্য সরকারের গোচরে রয়েছে। বদরপুরের বিধায়ক আব্দুল আজিজের তারকা চিহ্নিত ৭০ নম্বর লিখিত প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু আজ বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এ কথা জানান।

নবীনচন্দ্র কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল উপস্থিত ছিলেন। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কলেজে বেসরকারিভাবে চলতি বিজ্ঞান শাখাকে প্রাদেশীকরণের ব্যবস্থা করবেন। এ বিষয়ে বর্তমান সরকারের অবস্থান কী? বিধায়ক আব্দুল আজিজের তারকা চিহ্নিত লিখিত প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, সরকারের কাছে লিখিতভাবে এর কোনও তথ্য মজুত নেই। নবীনচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক বেসরকারি বিজ্ঞান শাখাটি প্রাদেশীকরণ করার প্রস্তাবটি সরকার গ্রহণ করতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু লিখিতভাবে জানান, দ্য আসাম এডুক্যাশন (প্রভিনশিয়েলাইজেশন অব সার্ভিস অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড রি-অর্গানাইজেশন অব এডুক্যাশনাল ইনস্টিটিউশন) অ্যাক্ট ২০১৭ এবং অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ২০১৮-এর আওতায় না পড়ার ফলে নবীনচন্দ্র কলেজের বিজ্ঞান শাখাকে প্রাদেশীকরণের অধীনে আনা যায়নি, লিখিতভাবে জানান শিক্ষামন্ত্রী ডা. পেগু।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্যানিটাইজার থেকে শিশুর চোখের ক্ষতি

‘হ্যান্ড স্যানিটাইজার’য়ের অতিরিক্ত ব্যবহার শিশুর চোখকে ক্ষতি করতে পারে।মহামারীর কারণে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও জীবাণুনাশক নিত্যদিনের সঙ্গী। সম্প্রতি এক গবেষণা থেকে জানা যায় স্যানিটাইজার ব্যবহারে শিশুদের চোখে এর ক্ষতিকারক প্রভাব দেখা দেয়।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ‘জামা অপথালমোলজি’ জার্নালে ২১ জানুয়ারি প্রকাশিত এক গবেষণার ফলাফল থেকে জানানো হয়, অ্যালকোহল ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারে শিশুদের চোখে গুরুতর সমস্যা দিতে পারে।এছাড়া এই গবেষণার জন্য তথ্য প্রদানকরা প্রতিষ্ঠান ‘ফ্রেঞ্চ পয়জন কন্টোল সেন্টার’য়ের তথ্য অনুযায়ী, যাদের বিগত বছরে এই সমস্যা ছিল তাদের তুলনায় ১৮ বছরের কম বয়সি শিশুদের সাত গুণ বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।ফ্রান্সের শিশুরোগ চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্যভান্ডারের ২০১৯ সালের এই সমীক্ষা অনুযায়ী হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের ফলে চোখে ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি ১.৩ শতাংশ যা ২০২০ সালে ৯.৯ শতাংশ পর্যন্ত ছিল।২০১৯ সালে ফ্রান্সের এক শিশু হাসপাতালে ভর্তি ছিল কেবল এই কারণে। অন্যদিকে ২০২০ সালে ১৬ জন শিশু এই রাসায়নিকের প্রভাবে হাসপাতালে ভর্তি ছিল।করোনাভাইরাস-সহ যেকোনো সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হাত পরিষ্কার রাখা জরুরি। এটা শিশুদের জন্যও প্রয়োজন। তবে স্যানিটাইজার ব্যবহার শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে নিচের পন্থাগুলো অবলম্বন করা ভালো।- সন্তান খুব বেশি ছোট হলে তার হাত পরিচ্ছন্ন রাখতে স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে আপনি নিজে সাহায্য করুন। শিশুর হাতে পরিমাণ মতো স্যানিটাইজার ঢেলে দিন ও আপনার সামনেই তা ব্যবহার করার পরামর্শ দিন।- বাইরে স্বয়ংক্রিয় স্যানিটাইজিং মেশিন থাকে। তাই খেয়াল রাখতে হবে সন্তান যেন সঠিকভাবে তা ব্যবহার করে।- সন্তানকে স্যানিটাইজার ব্যবহার অপেক্ষা সাবান পানি দিয়ে হাত ধুতে বেশি উৎসাহ দিতে হবে। - সন্তানের দৃষ্টিশক্তি এরই মধ্যে দুর্বল হলে তাকে চশমা পরতে বলুন। কারণ এটা চোখে রাসায়নিক উপাদান প্রবেশে বাধা দেয়।

দীর্ঘ সময় বসে কাজ? হতে পারে স্লিপ ডিস্ক, জেনে নিন কি করবেন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে অনিয়মের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ’’স্লিপ ডিস্ক’’ বা ’’ডিস্ক প্রোল্যাপ্স’’ এর সৃষ্টি হয়। দিনের পর দিন কোমরের কাছে মেরুদণ্ডের দুই হাড়ের মাঝে ভুল ভাবে বেশি চাপ পড়তে পড়তে এক সময় পিছনের স্নায়ুতে চাপ দিতে শুরু করে। এর ফলে শুরু হয় কারেন্ট লাগার মতো তীব্র ব্যথা। দেখা দেয় ’’অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্স’’। অনেক সময় নীচু হয়ে হ্যাঁচকা টানে কিছু সরাতে গিয়ে, বা না জেনেবুঝে ব্যায়াম করতে গিয়েও সমস্যা হতে পারে। আবার ব্যায়াম না করার অভ্যাস ও ওবেসিটি থাকলেও সমস্যা হতে পারে। ১৫-৪০ বছর বয়সে এ রোগ বেশি হয়। ৫০-৮০ বছর বয়সের মানুষদের ক্ষেত্রে বেশি হয় ’’ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্স’’। এই অসুখে প্রথম দিকে হালকা ব্যথা হয়। পরিমাণ কম থাকে বলে অনেকেই ব্যথাকে পাত্তা দেয় না। তাই ভিতরে ভিতরে জটিল হয়ে উঠতে থাকে এই ব্যথা। এমন একটা সময় আসে যখন দেখা যায়, হাঁটতে গেলে পায়ে যন্ত্রণা হয়, দাঁড়াতে বা বসতে গেলেও হয়।রোগ ঠেকাতে যা যা করণীয় : চিকিতসকদের মতে, স্লিপ ডিস্ক ঠেকাতে প্রতিদিনের জীবনে বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলাটা একান্তই দরকার। যেমন : ওজন ও ভুঁড়ি ঠিক রাখুন। শুধু কার্ডিও-ই নয়, কোমরের পেশি সবল করার ব্যায়াম করুন নিয়মিত। হাঁটা বা বসার সময় কোমর ও শিরদাঁড়া সোজা রাখুন। আধশোয়া হয়ে বা শুয়ে বই পড়া, টিভি দেখা যত কমানো যায়, ততই ভালো। কোমরে ব্যথা হলে ডাক্তারের পরামর্শমতো ব্যাক রিল্যাক্সিং আসন করুন। দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করতে হলে কোমরের কাছে সাপোর্ট দেওয়া চেয়ারে সোজা বসুন। একটানা বসে না থেকে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে একটু হাঁটাচলা করে বা ব্যাক স্ট্রেচিং করে নিতে পারেন। এতে সমস্যা কম হয়। নিয়মিত সাঁতার কাটলে খুব ভালো কাজ হয়। মেয়েরা ৪৫ আর ছেলেরা ৬০ বছর বয়সের পরে ডাক্তার দেখিয়ে ভিটামিন ডি খান। চিকিতসকের পরামর্শ মতো হাড় মজবুত রাখার ওষুধও খেতে হবে। প্রতিদিন ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা ভোরের রোদে থাকুন। অতিরিক্ত ধূমপানে হাড় পাতলা হয়। কাজেই অভ্যেস বদলান। মদ্যপান ছেড়ে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো। একান্তই তা না পারলে এক থেকে দেড় পেগের বেশি একেবারেই চলবে না।হাড় সবল করতে কী কী খাবেন? হাড় সবল করতে আমিষ খাবারের জুড়ি নেই। বিশেষ করে ডিম, কাঁটা সমেত স্যামন, সারডিন ও ছোট মাছ রাখুন ডায়েটে। এর সঙ্গে দুধ ও দুধের খাবার, মাশরুম, কড লিভার অয়েল, মাখন, ঘি, সবুজ শাকসবজি, বাদাম, কুমড়ো পাতা, টোফু, পোস্ত ইত্যাদিও রাখতে হবে খাবার পাতে। এর পরেও রোগের হানা দেখা দিতে পারে। তেমনটা হলে কী কী উপায়ে তার সঙ্গে যুঝবেন তা জেনে রাখা দরকারি।অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে বিশ্রাম, সামান্য ওষুধ, ফিজিওথেরাপি, বেল্ট, ব্যায়াম ইত্যাদির সাহায্যে প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা কমে যায়। তবে যদি তীব্র ব্যথার সঙ্গে পায়ে জোর পাওয়া না যায়, আঙুল নাড়ানো বা পায়ের পাতা উপরে তুলতে কষ্ট হয়। এমন পরিস্থিতিতে এমআরআই স্ক্যান করে অবস্থার পর্যালোচনা করা দরকার। ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে কয়েকটি নিয়ম ও সামান্য ওষুধেই প্রায় ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে।অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্সের অপারেশন বলতে যেটুকু ডিস্ক হাড়ের খাঁচার বাইরে বেরিয়ে এসেছে তাকে কেটে নার্ভকে চাপমুক্ত করা। খুব একটা কাটাছেঁড়া করতে হয় না এতে। কখনও মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে, কখনও ছোট্ট ফুটো করে এন্ডোস্কোপের সাহায্যে অপারেশন হয়। ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে বড় অপারেশন করাতে হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপারেশনের পর সমস্যা কমে যায়।

গরমে কি সাজ পোশাক পরবেন

গরমে দৈনন্দিন কাজ নির্ভেজালভাবে করতে প্রয়োজন আরামদায়ক পোশাক। গরমে বাইরে কাজ করার জন্য পোশাক বাছাইয়ে কিছুটা সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এই সময় কী ধরনের পোশাক পরা উচিত, পোশাকের রং কী হবে, কোন পোশাকের সঙ্গে কোন গহনা মানাবে- এই বিষয়গুলো কমবেশি সবাইকেই ভাবিয়ে তোলে। গরমে পোশাক নির্বাচন প্রসঙ্গে কথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ‘বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়নশিল্প বিভাগ’য়েল সহকারী অধ্যাপক শাহমিনা রহমান। গরমের মৌসুমে পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুতির পাশাপাশি লিলেন কাপড়ের তৈরি পোশাক পরার পরামর্শ দেন তিনি। শাহমিনা রহমান বলেন, “সুতি কাপড়েরে শোষণ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় এটি গরমে ব্যবহারের জন্য বিশেষ উপযোগী। তাছাড়া সুতি কাপড়ে তৈরি পোশাক আরামদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী। অন্যদিকে এ ধরনের পোশাকের যত্ন নেওয়া তুলনামূলক সহজ।” সুতি ও লিনেন কাপড় বাতাস চলাচলে সহায়তা করে ও ঘাম শোষণ করে বলে এই ধরনের পোশাক গরমে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন শাহমিনা।

পোশাকের রং

গরমে হালকা রংয়ের পোশাক বেছে নেওয়াই ভালো। বিশেষ করে দিনের বেলা হালকা রংয়ের পোশাক নির্বাচনের পরামর্শ দেন শাহমিনা। সন্ধ্যায় বা রাতে চাইলে গাঢ় রংয়ের পোশাক পরা যেতে পারে। তবে অবশ্যই তা সুতির হওয়া প্রয়োজন। দিনের বেলায় হালকা নীল, হালকা সবুজ, গোলাপি, সাদা, অফ হোয়াইট, হালকা বেগুনিসহ যে কোনো হালকা রং ব্যবহার কর যাবে।

পোশাকের ধরণ

শাহমিনা বলেন, “যেই ধরনের পোশাকই ব্যবহার করা হোক না কেনো খেয়াল রাখতে হবে তা যেন খুব বেশি আঁটসাঁট না হয়। গরমে ঢিলেঢালা পোশাক পরলে আরাম পাওয়া যায়।”

গরমে গয়না নির্বাচন

গরমকালে গহনা ব্যবহার করলে কিছুটা অস্বস্তি লাগতে পারে। তবে একেবারে কান, গলা বা হাত খালি রাখাও সবসময় ভালো দেখায় না। তাই গরমকালে গহনার ব্যবহারে কিছুটা পরিবর্তন আনার কথা বলেন শাহমিনা। এক্ষেত্রে কাপড়, সুতা, নারিকেলের মালা ও বিভিন্ন ফলের বীজের তৈরি গহনা ব্যবহার করার পরামর্শ দেন শাহমিনা। এ ধরনের গয়না হালকা ও রঙিন হয়। আর তাই সামান্য সাজেই আকর্ষণীয় দেখায়। তাছাড়া পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে বা কনট্রাস্ট করে এই ধরনের গয়না ব্যবহার করলে দেখতে ভালোলাগে।

কেশ বিন্যাস

গরমে চুল খোলা না রাখার পরামর্শ দেন শাহমিনা। সারাক্ষণ পিঠ ও ঘাড় ঘামতে থাকে ফলে পোশাকে তিলাদাগ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া চুল খোলা রাখলে গরম আর অস্বস্তিও লাগে। আর এর ছাপ চেহারাতেও পড়ে। তাই গরমকালে বিশেষ করে দিনের বেলায় পনিটেইল, বেণি, খোঁপা বা কাঁটাক্লিপ ব্যবহার করে চুল বেঁধে রাখলে দেখতেও ভালো দেখায় আর গরমও কম লাগব।

পেশা অনুযায়ী পোশাক

পেশা অনুযায়ী পেশাক নির্বাচনের জন্য পোশাকের রং, তন্তু, ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে শাহমিনা বলেন, “কর্মজীবী নারীরা হালকা রংয়ের সুতি শাড়ি, পাতলা জমিনের শাড়ি, সুতির সালোয়ার কামিজ পরতে পারেন।” “রাতেব যেকোনো অনুষ্ঠানে সিল্ক, মসলিন, জামদানি বা পাতলা জমিনের গরদের শাড়ি বেছে নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে কিছুটা গাঢ় রং হলেও সমস্যা নেই। এসব শাড়ির সঙ্গে হালকা গহনা ও হালকা মেইকআপ বেশ ভালো মানিয়ে যায়।” বললেন শাহমিনা। তিনি আরও পরামর্শ দেন, “যারা পুরোপুরি শাড়ি এড়িয়ে চলতে চান তারা প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য সুতি, লিলেন, টাইডাই, হালকা প্রিন্ট ও বাটিকের সালোয়ার কামিজ বেছে নিতে পারেন।” বলেন শাহমিনা। স্কু-কলেজের ছাত্রীরা ফতুয়া, লং কামিজ, স্কার্ট ইত্যাদি পরতে বেশি পছন্দ করেন।

এক্ষেত্রে অ্যাপলিক, টাইডাই, বাটিক, প্রিন্ট ইত্যাদি কাপড় বেশ উপযোগী। এছাড়াও সুতি বা লিনেনের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পোশাকের সঙ্গে বেণি বা পনিটেইল করলে দেখতে ভালো দেখায়। ছেলেরা শর্ট-শার্ট, সুতির ফতুয়া, পাঞ্জাবি ও পাতলা টি শার্ট পরতে পারেন। এতে গরম কিছুটা কম লাগে আর আরাম পাওয়া যায়।

স্মার্টফোন যখন ঘরের রিমোট

টিভি, ফ্রিজ, স্টেরিও সিস্টেম, এসির পাশাপাশি এখন ঘরের ফ্যান লাইটও নিয়ন্ত্রণ করছে স্মার্টফোন। বাতির রং, তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্যও বাড়ানো কমানো যায়। ইনফ্রারেড ও ব্লুটুথের পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমেও স্মার্টফোন থেকে ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের উপায় আছে।

অনেক ধরেনের স্মার্ট ডিভাইস এখন বাজারে পাওয়া যায়। এগুলো এমনিতেই স্মার্টফোন দিয়ে নিযন্ত্রণ করা যায়। শুধু অ্যাপ নামিয়ে সমন্বয় করে নিলেই হলো। তবে একটু পুরনো মডেলের ডিভাইস স্মার্টফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কিছুটা ঝক্কি আছে। এ ক্ষেত্রে ছোট একটি ডিভাইস মূল ডিভাইসে যুক্ত করে নিতে হবে। এরপর ফোনের সঙ্গে অ্যাপ সমন্বয় করে সুবিধাটি পাওয়া যাবে।

সাধারণ ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ

টিভি, ফ্রিজ, স্টেরিও, এয়ারকন্ডিশনার, ডিএসএলআর ক্যামেরা, গাড়ির সিডি- ডিভিডি প্লেয়ার--- সব কিছুর সঙ্গেই আজকাল রিমোর্ট কন্ট্রোল সুবিধা থাকে। এসব রিমোট ইনফ্রায়েড পোর্টের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করে। ইদানীং বেশ কিছু স্মার্টফোনেও এ ধরনের সুবিধা জুড়ে দিচ্ছে নির্মাতারা। ইনফ্রায়েড পোর্ট সুবিধাযুক্ত কিছু জনপ্রিয় ফোন হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট ৪, এইচটিসি ওয়ান এম ৮, এলজি জি ৪, এইচটিসি ওয়ান এম ৮, এলজি জি ৪, শাওমির রেডমি সিরিজ ইত্যাদি। ফোনগুলো তৈরির সময়ই রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন যোগ করে দেওয়া হয়। ফোনে ইনফ্রায়েড পোর্ট দেওয়া না থাকলেও উপায় আছে। হেডফোন জ্যাকের সঙ্গে একটি ছোট ইনফ্রায়েড ডিভাইস যুক্ত করে রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন চালানো সম্ভব। এ ধরনের ডিভাইসের দামও বেশকম, হাজার টাকার নিচে।

ফোনে পোর্ট যুক্ত করার পর দরকার রিমোট অ্যাপ্লিকেশন। এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয় দুই অ্যাপ হচ্ছে পিল স্মার্ট রিমোট ও শিওর ইউনিভার্সাল রিমোট। পিল স্মার্ট শুরুতে টিভির জন্য তৈরি হলেও প্রজেক্টর, সেট টপ বক্স, এয়ারকন্ডিশনার , কুলার এমনকি ক্যামেরাও এই অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে চলে।

শিওর ইউনিভার্সাল স্মার্ট রিমোটেও পিল স্মার্ট রিমোটের প্রায় সব সুবিধাই আছে। সঙ্গে আছে অপরিচিত ডিভাইসের রিমোট সেটআপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করার বাড়তি সুবিধা।

ওয়াই-ফাইয়ে রিমোট কন্ট্রোলে

অ্যাপ ছাড়াও ওয়াই ফাইয়ের মাধ্যমে ঘরের বেশির ভাগ ডিভাইস রিমোট কন্ট্রোলে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে ইনফ্রারেড হাব বসিয়ে নিতে হবে। বাজারে ইনফ্রারেড হাবের দাম আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। অ্যামাজন বা আলি এক্সপ্রেসে অ্যাকাউন্ট থাকলে কিছুটা কমে পাওয়া যাবে। টিভি, এসি কেনার সময় সঙ্গে রিমোট দেওয়া হলেও সাধারণত ফ্যান, লাইট বা অ্যাকুয়ারিয়াম পাম্পের সঙ্গে দেওয়া হয় না। এগুলোও চাইলে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণকরা যাবে। এক্ষেত্রে ছোট্ট একটি ওয়াই ফাই নিয়ন্ত্রিত স্মার্ট প্লাগ কিনে নিতে হবে। সরাসরি ডিভাইসে বা প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে এটি যুক্ত করে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দাম হাজার টাকার মধ্যে । স্মার্ট প্লাগগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্র্যান্ডভেদে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। বাড়ির অন্যান্য কাজে যেমন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোর পরিমাণ ইত্যাদি পরিমাপক সেন্সর লাগানো যায়। এসব সেন্সর থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দূর থেকে ঘরের পরিবেশ নিয়ন্ত্র সম্ভব। যেমন — সেন্সরে দেখা যায় যে ঘর অনেক গরম হয়ে আছে, সে ক্ষেত্রে বাসায় পৌঁছার কিছু আগে স্মার্টফোন থেকে ঘরের এসি চালু করে দেওয়া যাবে। বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে ঘর ঠান্ডা হয়ে থাকবে। সরাসরি ফোন থেকে নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস

স্মার্ট লাইট, স্মার্ট এসি, স্মার্ট ফ্রিজ, স্মার্ট টিভি, স্মার্ট লকসহ বেশিরভাগ বৈদ্যুতিক ডিভাইসেরই ওয়াই ফাই নিয়ন্ত্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়। স্মার্ট লাইট প্রথম নিয়ে আসে ফিলিপস হিউ। এসব বাতি ফোনের মাধ্যমে শুধু চালু বা বন্ধই নয়, আলোর পরিমাণ, রং, হোয়াইট ব্যালেন্সও ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কয়েকটি হিউ সিরিজের বাতি একত্রে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হিউ-হাবও রয়েছে। চীনের তৈরি কিছু নাম না জানা ব্র্যান্ডের স্মার্ট লাইটও বাজারে পাওয়া যায়। স্মার্টফোন থেকে সবচেয়ে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় স্মার্ট টিভি। এ ধরনের টিভিতে ফোনে থাকা মিডিয়া ফাইল চালানো যায়। আবার টিভির চ্যানেলগুলোও ফোনে দেখা সম্ভব। টিভির ব্র্যান্ড অনুসারে অ্যাপ্লিকেশন ফোনে ইনস্টল করে এ সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়া স্মার্ট চুলার আঁচ ও সময় ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সমার্ট ফ্রিজে ঠিক কী পরিমাণ খাদ্য রয়েছে তাও ফোনেই দেখা যাচ্ছে, ফোন থেকে সরাসরি গান বাজানো যাচ্ছে স্মার্ট স্পিকারে। প্রতিটি ব্র্যান্ডের আলাদা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। ভয়েস কমান্ডে ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ অ্যামাজন ইকো: অ্যামাজন ইকো মূলত একটি ব্লুটুথ স্পিকার। এর মাধ্যমে সরাসরি ভয়েস কমান্ড দিয়ে স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ঘরের লাইট জানানো থেকে শুরু করে অনলাইনে পণ্য অর্ডারকরা, গান বেছে স্পিকারে বাজানোসহ অনেক কিছুই সম্ভব অ্যামাজন ইকো ব্যবহার করে। গুগল হোম: বেশির ভাগ স্মার্ট ডিভাইসেই গুগল হোম কার্যকর। গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্থান, সময় ও সেন্সর ডাটার ওপর ভিত্তি করে কিছু কাজ করতে সক্ষম। যেমন --- বাসার দরজায় ভুল করে তালা না লাগিয়ে বের হলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যানড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে গুগল হোম তা জানাবে। এভাবে বাসার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে।

মেয়েদের ত্বক চর্চার কিছু খুঁটিনাটি তথ্য

প্রতিদিন আমরা যে সব খাবার খাই তা সরাসরি আমাদের ত্বকে প্রভাব ফেলে। তাই সুস্থ ত্বক পাওয়ার জন্য সঠিক খাবার বেছে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। কিছু কিছু খাবার আছে যা ত্বকের রুক্ষভাবে, প্রাণহীন ত্বককে প্রাণোজ্জল করে। সেই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফর্সা করার ক্ষমতাও রাখে। যে খাবারে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে সে ধরনের খাবার খেলে ত্বক অপেক্ষাকৃত ফর্সা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেকেই ত্বক ফর্সা করতে স্কিন হোয়াইটনিং চিকিৎসা করতে চান। তবে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু কিছু সুপার ফুড খেয়েই আপনি আপনার ত্বক ফর্সা করতে পারেন। তাহলে এবার এই সুপারফুডগুলোর কথা জানা যাক।

কিউই ঃ বিদেশি এই ফলগুলো এখন বাজারে সহজলভ্য। এই ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। ভিটামিন সি ত্বকের কোষকে রক্ষা করে। কিউই স্কিন টোন ও ত্বকের রং উন্নত করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ত্বকের কালচে দাগও দূর করে।

পাকা পেঁপে ঃ পাকা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। লিভারের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের জন্যও উপযোগী পেঁপে। ত্বকের মৃত কোষগুলিকে নষ্ট করে এবং কোষের কালচে রংকে হালকা করতে সাহায্য করে এই ম্যাজিক ফল। পেঁপে খেলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং ত্বকের রং ফর্সা হয়।

গ্রিন টি ঃ গ্রিন টি শুধু শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর তাই নয়। এটি ত্বক ফর্সা করতেও কার্যকরী। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। যা ত্বকে বলিরেখা, কালচে দাগ পরতে দেয় না। যার ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। ত্বককে ফর্সা করতেও সাহায্য করে।

সালাদ ঃ সালাদে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকে। যার ফলে ত্বক সতেজ থাকে এবং স্বাস্থ্যজ্জ্বল হয়। প্রত্যেকদিন সালাদ খেলে ত্বক উজ্জ্বল হয়।

ডিম ঃ প্রত্যেকদিনের খাবারের মেনুতে ডিম থাকলে তা হাড়কে শক্ত করে একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু রোজ একটা ডিমকে স্কিন টোনকেও উন্নত করে তা অনেকেই জানেন না। তাই ত্বককে ফর্সা করতে নিয়মিত ডিম খাওয়া উচিত।

বেয়াদপি করবেন না, নইলে বিধানসভা থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হব, অখিলকে সতর্কবাতা অধ্যক্ষের

গুয়াহাটি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : 'বেয়াদপি করবেন না। নইলে বিধানসভা থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হব।' আজ বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিন রাইজর দল-এর সভাপতি, প্রথমবারের একমাত্র বিধায়ক অখিল গগৈকে এভাবেই ধমক দিয়ে সতর্ক করেছেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। রীতিমতো চোখ লাল করে অখিল গগৈকে কড়া ভাষায় অধ্যক্ষ দৈমারি বলেন, 'আপনাকে বার বার অনুরোধ করার পরও আপনি যখন তখন যে কোনও বিষয়ে হল্লা-চিৎকার করেন। বিধানসভার একটি ডেকরাম আছে, তা লঙ্ঘন করবেন না। সদনের নিয়মকানুন মানুন, নইলে অনুশাসন ভঙ্গের অভিযোগে আপনাকে সদন থেকে বের করে দেব। মূলত, আজ প্রশ্নোত্তর পর্বে মায়ানমার থেকে বার্মিজ সুপারি পাচার প্রসঙ্গ নিয়ে চর্চা চলছিল। এরই মধ্যে শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ দাঁড়িয়ে অযাচিতভাবে এ প্রসঙ্গে আরেক প্রশ্ন করে বসেন। অখিলের এ ধরনের নিয়মবহির্ভূত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি তাঁকে বহিষ্কার করে দেবেন বলে ধমক দেন। ধমক দিয়ে তিনি বলেন, এভাবে সদনের কার্যক্রমণিকা চলে না। অধ্যক্ষ বলেন, 'বিধানসভায় যে ২০টি প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিই অতি গুরুত্বপূর্ণ। যিনি প্রশ্ন করছেন, তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাই সংশ্লিষ্ট সদস্য সহ প্রত্যেক প্রশ্নকর্তার আলোচনার সুযোগ থাকা উচিত। এভাবে মাঝখানে বাধা সৃষ্টি করলে সদন পরিচালনায় ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়।' বলেন, একেকটি বিভাগের ওপর দুদিন আলোচনার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। কারও যদি বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও কিছু প্রশ্ন থাকে বা আলোচনা করার প্রয়োজন বলে কেউ মনে করেন, তা-হলে এই অধিবেশন টানা একমাস চলবে, যে কোনও দিন এর জন্য সময় চেয়ে নিতে পারেন। গত তিন দিন ধরে অখিল গগৈ এভাবে নানা ধরনের নিয়মবহির্ভূত আচরণ করে আসছেন। বিধানসবার নিয়মকানুন সম্পর্কে তাঁকে বোঝানোও হচ্ছে। আজ চতুর্থদিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিতের। ইতিপূর্বে গত তিনদিন বিভিন্ন সময় নতুন বিধায়ক অখিল গগৈকে বিধানসভার ডেকরাম, প্রটোকল, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি নানা বিষয়ে স্মরণ করিয়েছেন অধ্যক্ষ। এর পরও আজ ফের বেয়াদপি করতে গেলে ক্ষেপে গিয়ে বিধায়ক অখিল গগৈকে বহিষ্কারের হুমকি দিতে বাধ্য হয়েছেন অধ্যক্ষ দৈমারি।

উল্লেখ্য, মায়ানমার থেকে কী করে অসমে সুপারি আসে? এ সম্পর্কে সদনে প্রশ্ন করেছিলেন বরপেটার বিধায়ক আব্দুর রহিম আহমেদ। তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল, মায়ানমারের সঙ্গে অসমের কোনও চুক্তি নেই। তা হলে কী করে অসমে আসে মায়ানমারের সুপারি? এই সুপারি হাউলি পর্যন্ত আসে বলে সদনকে জানিয়ে বিধায়ক আব্দুর রহিম তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র হাউলিতে সুপারি শিল্প গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছিলেন।

অসম : শুক্রবার বিজেপি জোট-২ সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করবেন প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রী অজন্তা

গুয়াহাটি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : আগামীকাল শুক্রবার দ্বিতীয় মেয়াদের বিজেপি জোট সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করবেন অসমের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ।

হিমন্তবিশ্ব শর্মা সরকারের প্রথম বাজেটকে নিয়ে গোটা রাজ্যে ব্যাপক চর্চা চলছে। ধারণা করা হচ্ছে, বেকার যুবক যুবতীদের কর্ম সংস্থাপনের জন্য বাজেটে বিশেষ প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করবেন অর্থমন্ত্রী। এছাড়া নবম এবং দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তাবিত মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেটের ব্যবস্থা করা হতে পারে বলে বেজায় চর্চা হচ্ছে।

আগামীকালের বাজেটে বিশেষ কী কী বরাদ্দ থাকবে এ নিয়ে চর্চা চললেও এতে বিশেষ করে স্থান লাভ করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার বহুচর্চিত প্রস্তাবিত এক লক্ষ বেকারকে সরকারি চাকরির বিষয়। পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন ক্লাসের জন্য সুবিধাজনক মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট প্রদান সংক্রান্ত বিশেষ প্রকল্পের জন্য অর্থও বরাদ্দ হতে পারে বাজেটে।

এদিকে, আগামীকাল যে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ সে সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু। তিনি বলেছেন, অনলাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। তাই তাঁর দফতর নবম এবং দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল ফোন প্রদানের প্রস্তাব রেখেছিলাম। এবার কাল বাজেট পেশ হওয়ার পর বোঝা যাবে এই প্রস্তাব অর্থমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন কি না। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অসমে প্রথমবারের মতো একজন মহিলা অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করবেন, এই বাজেট নিয়ে আমরা খুব আশাবাদী।

অন্যদিকে বাজেট সম্পর্কে সরকারের শরিক দল অগপ বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা বলেন, নতুন বিজেপি মিত্রজোটের প্রথম বাজেট পেশ হবে আগামীকাল। এতে অসমের বহু সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ব্যয়বরাদ্দ, বিশেষ করে জনকল্যাণমূলক এবং বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য নানা প্রকল্প থাকবে বলে মনে করেন কলিতা।

অসমের মোট ৬৯০১০.৮২৪২ হেক্টর ভূমি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির জবরদখলে, বিধানসভায় তথ্য মন্ত্রীর

দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলার ১ হাজার, কাছাড়ের ৪০০ এবং করিমগঞ্জের ৩৭৭.৫৮ হেক্টর ভূমি বেদখল করেছে মিজোরাম

গুয়াহাটি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : অসমের মোট ৬৯০১০.৮২৪২ হেক্টর ভূমি প্রতিবেশী রাজ্যগুলি জবরদখল করে রেখেছে। এর মধ্যে দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলার ১ হাজার হেক্টর, কাছাড়ের ৪০০ হেক্টর এবং করিমগঞ্জের ৩৭৭.৫৮ হেক্টর অসমের ভূমি বেদখল করেছে প্রতিবেশী মিজোরাম। আজ বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিন ভয়ংকর এই তথ্য দিয়েছেন সীমান্ত সুরক্ষা উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অতুল বরা।

বকোর বিধায়ক নন্দিতা দাসের এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য দিয়ে মন্ত্রীবক জানান, অসমের ভূমি জবরদখল করেছে প্রতিবেশী অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মিজোরাম এবং মণিপুর। সাম্প্রতিককালে ৭১ বার ভূমি দখলের ঘটনা ঘটেছে।

নন্দিতা দাস সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, কোন কোন প্রতিবেশী রাজ্য অসমের কতটুকু ভূমি জবরদখল করেছে? জবাবে সীমান্ত সুরক্ষা উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অতুল বরা জানান, অরুণাচল প্রদেশ মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলার সীমান্তবর্তী ১.০৮৪৯ হেক্টর, বিশ্বনাথের ৪৭৫১.০০ হেক্টর, লখিমপুরের ১৯৭৫.৪১ হেক্টর, ধেমাজির ১০৫৫.৭৪৭৯ হেক্টর, ডিব্রুগড়ের ১০.০০ হেক্টর এবং চড়াইদেওয়ের ৬০২.০১১৭ হেক্টর জমি জবরদখল করে রেখেছে।

এছাড়া নাগাল্যান্ড জবরদখল করেছে যোরহাটের ১৮৮০৭.৭২ হেক্টর, শিবসাগরের ২৩.৯০৩৯ হেক্টর, গোলাঘাটের ৩৬২৯৪.০৭ এবং চড়াইদেওয়ের ২৭০.৪৩৫৭ হেক্টর ভূমি।

এভাবে অসমের গোয়ালপাড়া জেলার ৩৩.৮১৫৬ হেক্টর, কাছাড়ের ৬০২.০১১৭ হেক্টর, কামরূপের ৮০২.৬৮২৩ হেক্টর, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচরের ৩.৩৫০৫ হেক্টর, পশ্চিম কারবি আংলঙের ২ হাজার স্কোয়ার মিটার ভূমি জবরদখল করেছে মেঘালয়। সীমান্ত সুরক্ষা উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অতুল বরা আরও জানান, দক্ষিণ অসমের তিন জেলা যথাক্রমে হাইলাকান্দির ১ হাজার হেক্টর, করিমগঞ্জের ৩৭৭.৫৮ হেক্টর এবং কাছাড়ের ৪০০ হেক্টর ভূমি জবরদখল করেছে মিজোরাম। সব মিলে অসমের অসমর সর্বমোট ৬৯০১০.৮২৪২ হেক্টর ভূমি প্রতিবেশী রাজ্যগুলি বেদখল করেছে।

বিজেপির গত শাসনামলের কথা স্পষ্ট না করে মন্ত্রীর কাছে নন্দিতা দাস জানতে চান, গত ৫ বছরে কতবার অসমের ভূমি দখলের ঘটনা সংঘটিত করেছে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি? অতুল বরার উত্তর, ৭১ বার। জবরদখলকৃত ভূমি উদ্ধার করতে রাজ্য সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জানতে চাইলে সীমান্ত সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী অতুল বরা জানান, নাগাল্যান্ড এবং অরণাচল প্রদেশ কর্তৃক জবরদখলকৃত অসমের ভূমি বেদখলমুক্ত করতে অসম সরকার সর্বোচ্চ আদালতে ওএস নম্বর ২/১৯৮৮ এবং ওএস ১/১৯৮৯ নম্বরে মামলা রুজু করেছে। দুটি মামলাই সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন। এছাড়া মেঘালয় এবং মিজোরামের জবরদখল নিয়ে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা চলছে। তবে মেঘালয় কর্তৃক লাম্পিতে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অসম সরকার গ্রহণ করবে বলে আজ বিধানসভায় দাবি করেছেন মন্ত্রী অতুল বরা।

অসম : দক্ষিণ হাইলাকান্দির মিজোরাম সীমান্তে ফের জমি দখল মিজোদের, উত্তেজনা ঘুটঘুটিতে

হাইলাকান্দি (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : জমি দখলকে কেন্দ্র করে অসম-মিজোরাম সীমান্তের হাইলাকান্দি জেলার প্রত্যন্ত ঘুটঘুটি এলাকায় ফের উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ হাইলাকান্দির মিজোরাম সীমান্তবর্তী ঘুটঘুটিতে যুদ্ধংদেহী পরিবেশ বিরাজ করছে। এবার মিজো দুষ্কৃতীরা ঘুটঘুটি অঞ্চলে জবরদখল করতে আসলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

মিজোরামের দুষ্কৃতী সহ ওই রাজ্যের স্থানীয় বাসিন্দারা বহু দিন ধরে অসম-মিজোরাম সীমান্তের হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের জমি জবরদখল করে বসতবাড়ি তৈরি করার প্রেক্ষিতে হাইলাকান্দি জেলা ও পুলিশ প্রশাসন সহ অসম সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা গুয়াহাটি থেকে উড়ে এসেছিলেন। রাজ্যের সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার-সচিব জ্ঞানেন্দ্রদেও ত্রিপাঠি, রাজ্য পুলিশের শীর্ষকর্তা জেপি সিং বার কয়েক ছুটে এসেছিলেন। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার অসম সরকারের মুখ্যসচিব ও মিজোরাম সরকারের মুখ্যসচিবকে ডেকে নিয়ে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে উচ্চস্তরের বৈঠক করেছিলেন। ওই বৈঠকে হাইলাকান্দি সীমান্তে ফের জমি দখল করা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ওই রাজ্যের মুখ্যসচিব।

কিন্তু ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহ গড়ায়নি, ফের মিজোরা সীমান্তে অসমের জমি দখল করতে শুরু করেছে। এবারের ঘটনা ঘুটঘুটিতে। হাইলাকান্দি জেলার রামনাথপুর থানাধীন প্রত্যন্ত ঘুটঘুটি এলাকায় বৃহস্পতিবার ফের মিজোরা জমি দখল করতে শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। সীমান্তের ঘুটঘুটি এলাকায় মিজোরামের দুষ্কৃতকারী ও স্থানীয় জনতা ওয়াইএমসি, এমজেডপি এবং জেএসি, এই তিনটি সংগঠনের পদাধিকারী ও সদস্যদের নিয়ে আজ অসমের জমি দখল করে বাড়িঘর তৈরি করতে শুরু করে বলে জানা গিয়েছে।

এতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির। যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে মিজোরা ঘুটঘুটি এলাকায় বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করে। যদিও আগে থেকেই সেখানে অসম পুলিশ মোতায়েন ছিল। খবর পেয়ে রামনাথপুর থানার ওসি বিশাল পুলিশ দল নিয়ে ঘুটঘুটি এলাকায় ছুটে যান। জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত হন সেখানে।

এদিকে অসম-মিজোরাম সীমান্ত সমস্যা নিয়ে মুখ খুলেছেন রাইজর দল-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর। বৃহস্পতিবার তিনি সংবাদ মাধ্যমের কাছে অভিযোগ করে বলেন, হাইলাকান্দি জেলার অসম-মিজোরাম সীমান্ত সমস্যার সমাধানে অসম সরকারের তেমন সদিচ্ছা নেই। নতুবা কবেই জমি সংক্রান্ত সমস্যা মিটিয়ে যেত। বরাক উপত্যকার ১৫ জন বিধায়ক এবং দুই সাংসদ থাকা সত্ত্বেও একজন বিধায়ক বা সাংসদ সীমান্ত সমস্য নিয়ে কথা বলেননি। বর্তমানে অসমে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলছে। কিন্তু বরাকের ১৫ বিধায়কের মধ্যে একজন বিধায়কও মিজোদের অসমের জমি দখল নিয়ে মুখ খুলেননি বলে অভিযোগ জহির উদ্দিন লস্করের।

তিনি বলেন, দিল্লিতে মিজোরামের মুখ্যসচিব আশ্বাস দিয়েছিলেন, আর অসমের জমি দখল করা হবে না, আর সে রাজ্যের দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু ফের মিজোদের অসমের জমি দখল করা নিয়ে মিজোরামের মুখ্যসচিবের ভূমিকায় রীতিমতো সন্দেহ প্রকাশ করেছেন জহির উদ্দিন লস্কর। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত মিজোরাম সরকারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া।

করোনার মহামারির মধ্যেও বেনাপোল বন্দরের আমদানি বাণিজ্য বেড়েছে

মনির হোসেন,ঢাকা, ১৫ জুলাই।। করোনার মহামারির মধ্যেও বেনাপোল বন্দরের আমদানি বাণিজ্য বেড়েছে। ২০১৯-২০ বছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সাত লাখ ৩৯ হাজার মেট্রিক টন বেশি পণ্য আমদানি হয়েছে।

বেনাপোল কাস্টম সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে পণ্য আমদানি করা হয়েছিল ২০ লাখ ৩৮ হাজার ৬৪ মেট্রিক টন। তবে, ২০২০-২১ অর্থবছরে আমদানি হয়েছে ২৭ লাখ ৭৭ হাজার ৬০৬ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৫ লাখ ১৯ হাজার ২২০ দশমিক ৮৪ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি হয় এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পণ্য আমদানি হয়েছিল ১৯ লাখ ৮৮ হাজার ৩৯৭ দশমিক ৯৩ মেট্রিক টন। কাস্টম কর্মকর্তারা বলছেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬ হাজার ২৪৪ কোটি ৬২ লাখ টাকা। রাজস্ব আদায় হয়েছে ৪ হাজার ১০০ কোটি টাকা এবং রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে ৫৭ শতাংশ। তারা বলছেন, উচ্চ শুল্কের পণ্য আমদানি কমে যাওয়ায় রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। তবে, গত বছরগুলোর তুলনায় রাজস্ব আদায়ের প্রবৃণ্ডি বেড়েছে ৫৭ শতাংশ। যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

বেনাপোল আমদানি-রপ্তানি সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল লতিফ জানান, বেনাপোল বন্দর দিয়ে উচ্চ শুল্কের পণ্য আমদানি কমেছে। কাস্টম হাউসের ব্যাপক কড়াকড়ির কারণে অনেক আমদানিকারক বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি করছে না। বন্দরের সক্ষমতা বাড়ালে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়বে।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মফিজুর রহমান সজন বলেন, দেশের সব কাস্টম হাউসে একই দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের শুল্কায়ন মূল্য এক থাকলে বেনাপোল বন্দর দিয়ে রাজস্ব আয় বাড়বে। হিলি, সোনামসজিদ ও ভোমরা কাস্টমসে বেনাপোলের চেয়ে অধিকাংশ আমদানি পণ্যের শুল্কায়ন মূল্য অনেক কম। বেনাপোল বন্দরে পণ্যের শুল্কায়ন মূল্য বেশি হওয়ায় ব্যবসায়ীরা ওসব বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি করছে। বন্দরের পণ্য ধারণ ক্ষমতা ৪০ হাজার মেট্রিক টন। সেখানে পণ্য রাখা হচ্ছে দেড় লাখ মেট্রিক টন। জায়গার অভাবে পণ্য খালাস করতে না পেরে ভারতীয় ট্রাক বন্দরের ট্রাক টার্মিনালে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকছে। খোলা আকাশের নিচে রোদ-বৃষ্টিতে মূল্যবান পণ্যসামগ্রী এভাবে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে।

ভারত বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের ডাইরেক্টর মতিয়ার রহমান জানান, বেনাপোল বন্দরের পণ্য সংরক্ষণের সক্ষমতা কম। পণ্য রাখার জায়গা সংকট দীর্ঘদিনের। নতুন করে জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে না। বেনাপোল বন্দর দিয়ে প্রতিদিন ছয়শ থেকে সাতশ ট্রাক পণ্য আমদানির সক্ষমতা থাকলেও জায়গার অভাবে বর্তমানে মাত্র তিনশ ট্রাক পণ্য আমদানি হচ্ছে।

বেনাপোল বন্দরের পরিচালক আব্দুল জলিল জানান, বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নে নতুন জায়গা অধিগ্রহণ করা হবে। আমদানি পণ্যের নিরাপত্তায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রম চালু হলে এ বন্দর দিয়ে আমদানির সঙ্গে রাজস্বও বাড়বে।

বেনাপোল কাস্টম হাউসের কমিশনার মো. আজিজুর রহমান জানান, গত অর্থবছরে উচ্চ শুল্কহারের কারণে পণ্য আমদানি কমে গেছে। কম শুল্কহারের পণ্য বেশি আমদানি হয়েছে। যার মধ্যে চাল অন্যতম। তারপরও গত বছরগুলোর তুলনায় রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার ৫৭ শতাংশ বেশি হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব।

ভোমরা স্থলবন্দরে ৫ দিন আমদানি-রফতানি বন্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা, ১৫ জুলাই।। বাংলাদেশে পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে টানা পাঁচদিন আমদানি-রফতানি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে ভোমরা স্থলবন্দর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী মঙ্গলবার (২০ জুলাই) থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত বন্দর দিয়ে দুই দেশের মাঝে পণ্য আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকবে। ছুটি শেষে ২৫ জুলাই থেকে বন্দর দিয়ে দুই দেশের মধ্যে পুনরায় আমদানি-রফতানি কার্যক্রম শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে।

ভোমরা স্থলবন্দরের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আগামী ২১ জুলাই পবিত্র ঈদুল আজহা। এই উপলক্ষে ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে টানা পাঁচদিন আমদানি-রফতানি কার্যক্রম বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে বিষয়টি ভারতের ঘোজাডাঙ্গা সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট এমপ্লয়ীজ কার্গো ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনসহ সংশ্লিষ্ট দুই দেশের কাস্টম ও বন্দর কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে। বন্দর দিয়ে আমদানিকৃত পণ্যগুলো খালাস করে নিতে পারবেন সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ও আমদানি-রফতানিকারকরা।

ভোমরা শুল্ক স্টেশনের সিনিয়র রাজস্ব কর্মকর্তা আকবার আলী বলেন, ঈদে সরকারি ছুটির দিন বাদে বাকি দিনগুলোতে বন্দরের কার্যক্রম চালু থাকবে। ব্যবসায়ীরা যদি আমদানি-রফতানি না করেন সেটি তাদের বিষয়।

বইয়ের নামকরণের জেরে আইনি জটিলতায় জড়ালেন করিনা কাপুর

মুম্বাই, ১৫জুলাই (হি. স.) : বইয়ের নামকরণের জেরেই আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়লেন করিনা কাপুর। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল পুলিশে। অভিযোগ ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছেন তিনি।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে করিনার নতুন বই প্রেগনেন্সি বাইবেল। নিজের লেখা এই প্রথম বইকেই তৃতীয় সন্তান দাবি করেছিলেন তিনি। কিন্তু এবার সেই বইয়েরই নামের জেরেই মহা ফাঁপরে পরলেন করিনা। মহারাষ্ট্রের বিদ শহরে করিনা কাপুর সহ আরও দু'জনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আলফা ওমেগা খ্রিস্টান মহাসংঘ-র সভাপতি আশিষ শিন্ডে মহারাষ্ট্রের শিবাজী নগর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। "জাগরনৌত বুকস" প্রকাশিত করিনা কাপুর এবং অদিতি শাহ ভিমজানির লেখা "প্রেগনেন্সি বাইবেল" বইটির নাম নিয়ে আপত্তি তুলেছেন আশিষ শিন্ডে। তবে এই অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও এফআইআর দায়ের হয়নি।তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বইয়ের নামে "বাইবেল" শব্দটি ব্যবহার করে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছেন তাঁরা। তবে এই বিষয়ে করিনা কাপুর বা তাঁর টিমের থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

সংখ্যালঘু উন্নয়নের লক্ষ্যে কমন সার্ভিস সেন্টারের কাজ চলছে লোয়াইরপোয়া এবং দক্ষিণ করিমগঞ্জে

গুয়াহাটি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বরাদ্দ কমন সার্ভিস সেন্টারের কাজ লোয়াইরপোয়া এবং দক্ষিণ করিমগঞ্জে চলছে। লোয়াইরপোয়ায় ৭০ শতাংশ এবং দক্ষিণ করিমগঞ্জ ৬০ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিন দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদের এক জিজ্ঞাসার জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন সংখ্যালঘু কল্যাণ ও উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি।

এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবর্ষে কোভিড-১৯ জটিল পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকার কোনও অর্থ মঞুর করেনি। বিধায়ক আহমেদের প্রাসঙ্গিক এক জিজ্ঞাসার জবাবে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন বলেন, সংখ্যালঘু কল্যাণ ও উন্নয়ন দফতর কর্তৃক গৃহীত রাজ্য সরকারের কোনও প্রকল্প জেলা ভিত্তিক রূপায়ণ করা হয় না। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

করোনা-সংক্রমণের হার ০.১০ শতাংশ, দিল্লিতে সক্রিয় রোগী কমে ৬৭১

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, কমে গিয়েছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে একজনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৭২ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৫৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ২২ জনের। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ০৯ হাজার ৬৬০ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮৮ জন। বৃহস্পতিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৬৭১ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট কমে ০.১০ শতাংশে পৌঁছেছে।

দলত্যাগ বিরোধী আইনে শিশির ও সুনীলকে চিঠি লোকসভার সচিবালয়ের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : দলত্যাগ বিরোধী আইনে শিশির অধিকারী ও সুনীল মণ্ডলের সাংসদ পদ খারিজের দাবিতে লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিল তৃণমূল। তাঁদের সাংসদ পদ খারিজের দাবিতে সোচ্চার তৃণমূল। এই প্রেক্ষাপটে এবার সাংসদ শিশির অধিকারী ও সুনীল মণ্ডলকে চিঠি দিল লোকসভার সচিবালয়। চিঠি পাওয়ার আগামী ১৫ দিনের মধ্যে জবাব তলব করা হয়েছে। শিশির অধিকারী ও সুনীল মণ্ডলের সাংসদ পদ খারিজের দাবিতে কয়েকদিন আগে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে সাংসদ হয়ে অন্য দল করছেন সুনীল মণ্ডল ও শিশির অধিকারী। অবিলম্বে তাঁদের সাংসদ পদ খারিজ করা হোক। এ নিয়ে লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকারকে চিঠি দিয়েছিলেন। কুণাল আরও বলেছিলেন, রাজ্যসভার ইস্তফার পর বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর তড়িঘড়ি স্বপন দাশগুপ্তকে ফের রাজ্যসভায় যদি ফেরানো হয়, তাহলে শিশির-সুনীলের সাংসদ পদ খারিজ নিয়ে কেন পদক্ষেপ করছে না? আমাদের পিটিশনে কেন সাড়া দিচ্ছেন না স্পিকার?"

উল্লেখ্য, বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের মুখে গত ২১ মার্চ এগরায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দেন বর্ষীয়ান রাজনীতিক শিশির অধিকারী। অবশ্য, তৃণমূলত্যাগী শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপিতে যোগদানের পর শিশিরবাবুকে নিয়ে জল্পনা চলছিলই। আর নির্বাচনের মুখে সুনীল মণ্ডলও তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।

অসমের বহু কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু সম্পর্কে সরকার নিয়মনীতি পালন করেনি বিধানসভায় উষ্মা বিধায়ক কমলাক্ষের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালুর সরকারি সিদ্ধান্তে নিয়মনীতি পালন করা হয়নি বলে চলতি বিধানসভার চতুর্থ দিনের অধিবেশনে উষ্মা প্রকাশ করেছেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। রাজ্যের ৫০টি কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালুর ক্ষেত্রে সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ তিনি।

বিধায়ক বলেন, যে সকল কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু হয়েছে এর বিরুদ্ধাচরণ তিনি করছেন না, তবে করিমগঞ্জের রবীন্দ্র সদন গার্লস কলেজ, বদরপুরের নবীনচন্দ্র কলেজ সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অর্ধশতাধিক প্রাচীন কলেজগুলোকে এক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে বিধানসভায় উল্লেখ করেন বিধায়ক কমলাক্ষ। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে রাজ্যের প্রতিটি কলেজের সার্বিক স্থিতি খতিয়ে দেখা একান্ত প্রয়োজন ছিল বলেও বক্তব্য উত্থাপন করেন তিনি। বলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে সকল কলেজে বিজ্ঞান শাখায় পড়তে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি, সেই সকল কলেজ বিজ্ঞান শাখা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রয়েছে। আর যে সকল কলেজে ছাত্র সংখ্যা কম সেই সকল কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু করা হয়েছে। এতে বিজ্ঞান শাখায় পড়তে ইচ্ছুক অনেক ছাত্রছাত্রী এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

কমলাক্ষ বলেন, দেখা গেছে যে কলেজে মাত্র দশ জন ছাত্র বিজ্ঞান শাখায় রয়েছেন, সেই কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু করা হয়েছে। অথচ অন্য একটি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে ইচ্ছুক শতাধিক ছাত্র রয়েছেন। একমাত্র ভুল নীতির দরুন বিজ্ঞান বিভাগে শতাধিক ছাত্র সংবলিত কলেজটি উপেক্ষিত থেকে গেল। কলেজের ছাত্র সংখ্যা যাচাই করে এমন সিদ্ধান্ত না নেওয়ার ফলে অনেক ছাত্রের ভবিষ্যত অনিশ্চিয়তার মধ্যে চলে গেছে। সব কিছু বুঝে শুনে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি কেন? বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বিধানসভায় অধ্যক্ষের মাধ্যমে সরকারের কাছে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

বিধায়কের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু জানিয়েছেন, প্রাদেশিকরণ এবং বিজ্ঞান শাখা চালু করা এক নয়। সম্পূর্ণ নতুনভাবে রাজ্যের বিভিন্ন ৫০টি কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু করা হয়েছে। পূর্বে কী ছিল, না-ছিল সে বিষয়টি মুখ্য নয়। তা প্রাদেশীকরণ আইনের আরও বলেন, প্রাদেশিকীকরণ আইন বিষয়টি এখানে প্রযোজ্য নয়। এই আইনের বাইরে নতুন করে এই পঞ্চাশটি কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৬টি কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু হয়ে গেছে। বাকি কলেজগুলোতেও পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞান শাখা চালু হবে বলে আজ বিধানসভায় জানান শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু।

বিজেপি যুব নেতার বিয়ের অনুষ্ঠানে মানা হয়নি করোনা বিধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ জুলাই।। প্রশাসনের ছত্র ছায়ায় থেকে রাজ্যসরকারের নির্দেশিকাকে অমান্যকরে রোড শো এর মধ্যদিয়ে আনন্দের সহিত বিয়ে করলো যুবমোর্চার জেলা সভাপতি। গতকাল রাত্রিবেলায় শয়ে শয়ে লোকজন নিয়ে রোড শোর মাধ্যমে বিয়ে করতে গেলো বিজেপির যুব মোর্চার দক্ষিন জেলার সভাপতি সুমন দেবনাথ। রাজ্যে করোনা ভাইরাসের মহামারীর ফলে লোকজনদের রক্ষনার্থে করোনা কারফিউর ঘোষনা করাহয়েছে। এরমধ্যে কিছু জায়গায় রয়েছে ডে কারফিউ ও সারারজ্যজুরে রয়েছে নাইট কারফিউ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাজ্যসরকারের পক্ষথেকে বিভিন্ন বিধিনিষেধ জারি করাহয়েছে। এরমধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানে ৫০ জন লোকনিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান করার আদেশ দেওয়াহলেও তা সঠিকভাবে কার্যকর করাহচ্ছেনা। অপরদিকে করোনার সমস্ত বিধিনিষেধ সাধারন মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও নেতৃত্বস্থানে যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হচ্ছেনা। এমনটাই চিত্র লক্ষ্যকরাগেলো বুধবার রাতে। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপির দক্ষিন জেলার যুব মোর্চার সভাপতি সুমন দেবনাথ রাজ্য সরকারের দেওয়া সমস্ত বিধিনিষেধ অমান্য করে শয়ে শয়ে লোকজনদের নিয়ে রোড শোর মাধ্যমে মনপাথর এলাকায় বিয়ের জন্য পোঁছালো। সুমন দেবনাথের অনুষ্ঠানে যোগদান করারজন্য প্রশাসনিক স্তরের আধীকারিক ও আরক্ষা প্রসাশনের আধীকারিকরাও যোগদান করে। করোনা মহামারির মধ্যে এত বড় অনুষ্ঠানের আয়োজনকে ঘিরে সকলের মধ্যে ছি ছি রব উঠেছে। সকলকের মনে একটাই প্রশ্ন আইন কি শুধু মাত্র সাধারণ লোকজনের জন্য।

ডেপুটি স্পিকারের গাড়িতে হামলা, ১০০ জন কৃষকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : হরিয়ানার সিরসায় ডেপুটি স্পিকার রণবীর গাঙ্গোয়ার গাড়িতে হামলার ঘটনায় পুলিশ ১০০ জন কৃষকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার জানা যায়, ডেপুটি স্পিকারের সরকারি গাড়ির ওপরে হামলার অভিযোগে পুলিশের বক্তব্য, কৃষকরা বিতর্কিত কৃষি আইনগুলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, তাঁরাই ওই হামলার সঙ্গে জড়িত। অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন দুই কৃষক নেতা হরচরণ সিং ও প্রহ্লাদ সিং। তাঁদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা বাদে খুনের চেষ্টা ও সরকারি কর্মীকে কর্তব্যপালনে বাধা দেওয়ার অভিযোগও করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্ট বলে, দেশদ্রোহিতা আইন ব্রিটিশ আমলে তৈরি হয়েছিল। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ওই আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, খতিয়ে দেখবে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা বলেন, "দেশদ্রোহিতা আইন ঔপনিবেশিক। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও কি ওই আইনের প্রয়োজন আছে?" প্রধান বিচারপতি উল্লেখ করেন, মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন দমন করার জন্যও ব্রিটিশরা এই আইন ব্যবহার করেছিল। ওই আইনের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি পিটিশন জমা পড়েছে শীর্ষ আদালতে। হরিয়ানায় কৃষক আন্দোলন নিয়ে ফতেহাবাদ, ঝাজ্জর, হিসার এবং যমুনানগর থেকে কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের খবর আসছে। কৃষকরা জানিয়েছেন, যতদিন তাঁদের দাবি না মেনে নেওয়া হচ্ছে, ততদিন তাঁরা বিজেপি বা তার জোটসঙ্গী জননায়ক জনতা পার্টির নেতাদের কোনও সভা করতে দেবেন না।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বক্সনগরের ময়নামায় জেনেটার ও সমিল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৫ জুলাই।। সোনামুড়া থানাধীন বক্সনগর ব্লক এলাকার ময়নামা পঞ্চায়েত এরিয়া থেকে আজ দুপুর ১টা নাগাদ গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি জেনেরেটর সহ চোরাই কাঠের সমিল উদ্ধার করে বক্সনগর ফরেস্ট প্রোডাকশন ইউনিট নেতৃত্ব ছিল বক্সনগর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার বুলবুল দাস ও ফরেস্ট প্রোডাকশন ইউনিট এর ইনচার্জ চিন্ময় মালাকার সহ অন্যনা অফিসার গন বাজেয়াপ্ত করা পন্য গুলোর বাজার মূল্য ৩ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন বক্সনগর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার বুলবুল দাস আগামী দিনে ও এ ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানা যায়।

আবারো দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত এক ব্যাক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ জুলাই।। আবারো দুষ্কৃতিকারীর হাতে আক্রান্ত এক শ্রমিক। বিশ্রামগঞ্জ ফল দোকান থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে ১০ থেকে ১২ জন মিলে মুখে কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা অবস্থায় জাম্পুইজলা ব্লকের অধীনে চিকনছড়া ভিলেজ কমিটি ৪ নাম্বার ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুজন মিয়া (২৪) পিতা আক্তার হোসেন। উনাকে বড়জলা রাস্তার মুখে প্রচন্ড ভাবে মারধোর করে। এমনটাই অভিযোগ করেন সুজন মিয়া। উনার কাছ থেকে নগদ ৭৬ হাজার ৬০০ টাকা এবং দামি মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুস্কৃতিকারীরা। বর্তমানে সে ভীষণ ভাবে অসুস্থ এমনকি দুষ্কৃতিকারীরা সুজন মিয়ার মাথার চুল পর্যন্ত নেড়ে দেয়। এমনই অভিযোগ তুলে সুজন মিয়া। গতকাল রাত্রিবেলায় পুরো ঘটনার অভিযোগ জানিয়ে একটি লিখিত মামলা দায়ের করে সুজন মিয়া। এমনটাই অভিযোগ আমাদেরকে যায় ঘটনার ১২ ঘন্টা অতিক্রম করার পর পুলিশ আসে বিষয়টি তদন্ত করেনি এমনই অভিযোগ সুজন মিয়া জানিয়েছে আমাদের সংবাদমাধ্যমকে।

খরিফ মরশুমে ত্রিপুরার কৃষকদের জন্য এইচডিএফসি এরগো প্রধানমন্ত্রীর ফসল বিমা যোজনা বাস্তবায়িত করেছে

আগরতলা, ১৫ জুলাই।। বেসরকারী খাতে ভারতের শীর্ষস্থানীয় জীবনহীন বীমা সরবরাহকারী সংস্থা এইচডিএফসি এরগো জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীকে, খরিফ ২০২১ এর জন্য ধলাই, গোমতী, খোওয়াই, উত্তর ত্রিপুরা, সিপাহিজালা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, উনাকোটি এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঋণগ্রহীতা ও অ-ঋণগ্রহীতা কৃষকদের জন্য ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা (পিএমএফবিওয়াই) বাস্তবায়নের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

নীচের সারণিতে উল্লিখিত ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক এই প্রকল্পের আওতায় আমন ধান ফসলের জন্য নীচে সারণিতে উল্লিখিত জেলাগুলিতে কার্যকর করা হবে।

কৃষকরা কেবল কানি প্রতি ১০০ টাকা (বিগত বীমা ক্ষেত্রের ০.৪০ / হেক্টর পর্যন্ত) এবং প্রতি কণায় ১০০ টাকা (০.৪০-১০ / হেক্টর) প্রদান করবেন, এবং বকেয়া প্রিমিয়ামের পরিমাণ রাজ্য সরকার বহন করবে। পরবর্তীকালে বীমা সংস্থা কৃষকের প্রিমিয়ামের অংশ কৃষি দপ্তর ও কৃষক কল্যাণ বিভাগের কাছে দাবি করতে পারে। পিএমএফবিওয়াই প্রকল্পটি খরাবন্যা, শুখা, ভূমিধস, ঘূর্ণিঝড়, ঝড়, রোগ এবং অন্যান্য বহিরাগত ঝুঁকির ফলে সৃষ্ট ফসলের ফলনের যে কোনও ক্ষতির উপর কৃষকদের আশ্বাস দেয়। ফসলের ক্ষতি নির্ধারণের লক্ষ্যে, রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের জন্য বিজ্ঞাপিত অঞ্চলগুলিতে বিজ্ঞাপিত ফলনের উপর ফসল কাটা পরীক্ষার (সিসিই) পরিকল্পনা করবে এবং পরিচালনা করবে। যদি সিসিই ভিত্তিক পরিচালিত পরীক্ষার ভিত্তিতে ফলনের পরিসংখ্যান কম হয় তবে কৃষকদের ফলনে ঘাটতি হয়েছে বলে বিবেচিত হবে, যার জন্য কৃষকরা ক্লেম আদায় করতে পারবে।

এই প্রকল্পটি বীজ বপন, ফসল কাটা এবং ফসল কাটার পরের ঝুঁকিসহ ফসল চক্রের সমস্ত পর্যায়ে বীমা কভার সরবরাহ করে। পিএমএফবিওয়াই প্রকল্পের আওতাধীন সমস্ত পণ্য ত্রিপুরা সরকারের কৃষি বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত। ধলাই, গোমতী, খোওয়াই, উত্তর ত্রিপুরা, সিপাহিজালা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, উনাকোটি এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কৃষকরা উপরে তালিকাভুক্ত ফসলের জন্য পিএমএফবিওয়াই প্রকল্পের আওতায় বীমা কভার পেতে তাদের নিজ নিজ ব্যাংক, কমন সার্ভিস সেন্টারগুলিতে (সিএসসি) যোগাযোগ করতে বা অনুমোদিত এইচডিএফসি এরগো এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।বীমা কভার পাওয়ার জন্য বৈধতা সময়ের বিবরণ কৃষকদের জন্য কৃষি বিভাগের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।আমন ধানেরপ্রকল্পে আওতাভুক্ত করার শেষ তারিখটি ৩১শেজুলাই ২০২১।

এইচডিএফসি এরগো সম্পর্কে:এইচডিএফসি এরগো জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হ'ল হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচডিএফসি) এবং জার্মানির মিউনিখ রে গ্রুপের প্রাথমিক বীমা সংস্থা এরগো ইন্টারন্যাশনাল এজি-র মধ্যে একটি যৌথ উদ্যোগ। উভয় সংস্থার প্রশংসামূলক দক্ষতা এবং শক্তি সহ, ২০০৮ সালে গঠিত জেভি বেসরকারী বিভাগের ভারতের শীর্ষ ৩ স্থানাধিকারী সাধারণ বীমা সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম। এইচডিএফসি এরগো মোটর, স্বাস্থ্য, বাড়ি, কৃষি, ভ্রমণ, ঋণ, সাইবার এবং খুচরা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা এবং সম্পত্তি, প্রকৌশল, সামুদ্রিক কার্গো, গ্রুপ স্বাস্থ্য এবং কর্পোরেট সেক্টরে দায়বদ্ধতা বীমা সহ সাধারণ বীমা পণ্যগুলির সম্পূর্ণ রেঞ্জ সরবরাহ করে। সংস্থাটি গ্রামীণ সুরক্ষা, পরিবর্তন সুরক্ষা, শস্য, আবহাওয়া এবং গবাদিপশু বীমা সহ গ্রামীণ ভারতের জন্য বিভিন্ন বীমা পণ্য সরবরাহ করে। মশার রোগ সংরক্ষণ সুরক্ষা নীতি, ইগসিকিউর, টাইটেল এবং সৌর শক্তি শর্টফল ইনসুরেন্সের মতো উদ্ভাবনী বীমা পণ্যগুলিও কীভাবে গ্রাহকদের প্রয়োজন তা মেটানোর জন্য এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়ে মাইলফলক স্থাপন করেছে।

গত কয়েক বছর ধরে, এইচডিএফসি এরগো কেবলমাত্র ক্রমবর্ধমান বাজারের প্রয়োজনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেনি, বরং তারা প্রস্তাব প্রদানের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠেছে। সব বিষয়ে মনোযোগ রাখার ফলে এইচডিএফসি এরগোকে উচ্চ লক্ষ্যযুক্ত নতুন পণ্য এবং এআই-ভিত্তিক টুল এবং প্রযুক্তির একটি প্রবাহ তৈরি করতে সহায়তা করেছে। এটি অনন্য বীমা পণ্য হোক, সংহত গ্রাহক পরিষেবা মডেল হোক, শীর্ষ শ্রেণির দাবি প্রক্রিয়া বা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনী সমাধানের একটি হোস্ট হোক, সংস্থাটি প্রতিটি স্পর্শ-পয়েন্ট এবং প্রতিটি মাইলফলকে গ্রাহকদের আনন্দিত করতে সক্ষম হয়েছে। সংস্থাটি দেশে বীমাগুলির নাগাল এবং প্রভাবকে এগিয়ে নিতে প্রযুক্তি ব্যবহারে বাজারের শীর্ষস্থানীয় হয়েছে।

সম্প্রতি, সংস্থাটি এইচডিএফসি এরগো স্বাস্থ্য বীমা (পূর্বে অ্যাপোলো মিউনিখ স্বাস্থ্য বীমা হিসাবে পরিচিত) এইচডিএফসি এরগো -এর সাথে একীভূতকরণের ঘোষণা করেছে, যা ১৩ই নভেম্বর, ২০২০ সালে কার্যকর হয়েছে। এই সংযুক্তিটি ২০১৭ সালে এল অ্যান্ড টি জেনারেল ইনস্যুরেন্সের সংযুক্তির পরে ভারতের সাধারণ বীমা ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সফল সংযুক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

একটি বিস্তৃত বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং ২৪x৭ সমর্থনকারী টিমের সাথে, সংস্থাটি তার গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন গ্রাহক পরিষেবা এবং উদ্ভাবনী পণ্য সরবরাহ করছে। এইচডিএফসি এরগো এবং সংস্থার দেওয়া পণ্য ও পরিষেবাদি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে www.hdfcergo.com তে লগ ইন করুন।

বেপরোয়া বাইক দূর্ঘটনায় তেলিয়ামুড়ায় আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জুলাই।। যান সন্ত্রাসে বৃহস্পতিবার রাতে মদমত্ত অবস্থায় দ্রুত গতিতে বিনা হেলমেটে বাইক নিয়ে দুর্ঘটনার কবলে সুকান্ত শীল (শঙ্কু) নামে এক যুবক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং শিশু বিহার স্থিত শনি মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। খবরে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং শিলপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুকান্ত শীল ওরফে শঙ্কু (৩৮) দ্রুত গতিতে ।ইক চালিয়ে শিশু বিহার স্থিত শনি মন্দির সংলগ্ন এলাকায় আসতেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পথচলতি জনগণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর কর্মীদের খবর দিলে তারা এসে গুরুতর আহত সুকান্ত কে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

বিদ্যুতের খুটি বিপদজনক অবস্থায় আতঙ্কে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার রানিপুকুর রুপাধন পাড়ায় গত এক বছর ধরে বৈদ্যুতিক খুটি বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। বিষয়টি বারবার বিদ্যুৎ নিগমের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোন ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।বৈদ্যুতিক খুটির বেহাল দশা। যেকোন সময় খুটি ভেঙ্গে ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

জানা যায় গন্ডাছড়া মহকুমার রানিপুকুর রুপাধন পাড়ায় গত এক বছর ধরে বৈদ্যুতিক খুটি বিপদজনক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে আছে। গ্রামবাসীরা ভাঙ্গা কুটিটি মেরামত করার জন্য বহুবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। শেষে গ্রামবাসীরা ভাঙ্গা খুটিটি একটি গাছের সাথে বেঁধে কোন ক্রমে বিদ্যুৎ লাইন স্বাভাবিক করেন। বিদ্যুৎ লাইন সরবরাহ হলেও যেকোন সময় খুটিটি ভেঙ্গে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাতে আতঙ্কিত গ্রামের মানুষ।

গ্রামবাসী দাবি তুলেছেন, অতি দ্রুত খুটিটি সারাই করার জন্য। অন্যতায় যেকোনো সময় যেকোনো ধরনের অঘটন ঘটে গেলে বিদ্যুৎ নিগমকে এজন্য দায়ী থাকতে হবে বলে এলাকাবাসী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

কোরবানি ঈদ ঃ জামজুরি গরুবাজারে উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ জুলাই।। সংখ্যালঘু মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কোরবানি ঈদকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার উদয়পুর জামজুরি গরু বাজারে ক্রেতা বিক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম উৎসব কোরবানি ঈদ। ঈদে পশুবলি দেওয়া মুসলিমদের অন্যতম ধর্ম। সে কারণেই পশু বাজারগুলিতে কোরবানি ঈদকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপক সমাগম পরিলক্ষিত হচ্ছে। গোমতী জেলার উদয়পুরের কাকড়াবনের জামজুড়ি বাজারে বৃহস্পতিবার ব্যাপক সংখ্যক গরু ক্রয় বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসা হয়। হাতে মাত্র আর দু দিন বাকি কোরবানি ঈদ।

ঈদ উপলক্ষে জামজুড়ি গরু বাজারে ব্যাপক সংখ্যায় গরু ক্রয় বিক্রয় করা হচ্ছে। মুসলিম ধর্ম প্রাণ ভাইদের একটি অন্যতম উৎসব হলো ঈদুল আযহা। প্রায় প্রতিটি পরিবারের লোকজন গরু ছাগল উট দুম্বা ভেড়া ইত্যাদি কুরবানী করে থাকেন। সে উদ্দেশ্যেই বাজারগুলিতে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ভিড় লক্ষ করা গেছে। কোরবানি ঈদকে কেন্দ্র করে জামজুড়ি গরু বাজারে যেভাবে ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে তাতে করোণা বিধি মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। সবকিছু দেখেশুনেও পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি বলে স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ, দেশজুড়ে অনলাইন পরীক্ষা পঁচিশে জুলাই

গুয়াহাটি, ১৪ জুলাই: বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে সারা দেশের আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা করার জন্য বৃত্তি প্রদান করছে গুয়াহাটির অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয় (এ.ডি.টি.ইউ.)। এক কোটি টাকা পর্যন্ত দেওয়া হতে পারে এই বৃত্তি। দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকেই দ্বাদশের পরীক্ষা উত্তীর্ণ বা পরীক্ষা দেবে এমন ছাত্রছাত্রী এতে আবেদন করতে পারবে। বিজ্ঞান, কলা বা অর্থনীতি সব বিভাগের ক্ষেত্রেই সমান সুযোগ। এক্ষেত্রে বৃত্তি পাওয়ার যোগ্যতা বিবেচিত হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। আগামী ২৫ জুলাই এক ঘণ্টার জন্য হবে এই পরীক্ষা। এম.সি.কিউ. পদ্ধতির এই পরীক্ষায় ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান অর্থাৎ জি.কে. থাকবে সবার জন্যই, আর সঙ্গে যার যার বিভাগ থেকে বিষয় বাছাই করতে পারবে। এই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আগামী ২২ জুলাইয়ের মধ্যে https-//bit.l/366dkeU ওয়েবসাইটে গিয়ে অথবা অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের স্কলারশিপ লিংকে গিয়ে প্রার্থীকে নিবন্ধন করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ডক্টর এন.এন. দত্ত এনিয়ে জানান, দেশজুড়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এই উদ্যোগ নিয়েছে। আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোর অভিভাবকদের উপর থেকে পড়াশোনার খরচের বোঝা এর মাধ্যমে অনেকটাই কমে আসবে। এবারই প্রথম এই উদ্যোগ হলেও এখন থেকে প্রতি বছর এটা চলবে। ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক এন.সি. তালুকদার জানান, প্লেসমেন্ট ড্রিভেন অর্থাৎ পড়াশোনা শেষে কর্মসংস্থানের নিরিখে এই বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরপূর্বের মধ্যে এক নম্বর বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই সুনামকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই প্রচেষ্টা।

জ্বালানি

● **প্রথম পাতার পর**

হ্রাস করা। কারন মানুষ কাজ খাদ্যের অভাবে ভুগছে। আর এই মুহূর্তে সরকার পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে সারাদেশে বাহাবা দেখাচ্ছে। এমন কি রাজ্যের ডবল ইঞ্জিনের সরকারও। সরকারের বিরোধিতা করে বৃহস্পতিবার শহরে বিক্ষোভ দেখায় যুব কংগ্রেস। এদিন কংগ্রেস ভবন থেকে যুব কংগ্রেসের কর্মীরা বাইসাইকেল নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। যুব কংগ্রেস সভাপতি পূজন বিশ্বাস জানান পেট্রোল- ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থায় জাতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতির শ্রীনিবাস নির্দেশ ক্রমে রাজ্যের প্রতিটি জেলাতে প্রতীবাদ স্বরূপ বাই সাইকেল রেলির আয়োজন করা হচ্ছে। কিন্তু এই কর্মসূচীতে বাধা দিচ্ছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করেছে কর্মীদের। তারা চায়না সাধারণ মানুষের কণ্ঠ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে পৌছাক। কিন্তু যুব পুলিশকর্মীরা মানুষের স্বার্থে আন্দোলন আগামী দিন পরে যাবে। সে আন্দোলন রুখার ক্ষমতা কারো নেই। আগামী দিনেও এই প্রতীবাদ কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি। এদিকে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে এডি নগর পুলিশ মাঠে নিয়ে যায় এদিন।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

অর্থকমিশনের কাছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যেসমস্ত প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছিল সেগুলি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, চম্পকনগর এবং ছামপিয়াছড়া বাঁধ, জেলা হেডকোয়ার্টারের উন্নয়নের ২০০ কোটি টাকার প্রকল্প, ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির এবং নিরমহলের জন্য ১৭৫ কোটি টাকার প্রকল্প, রাজ্য ভিত্তির অফিসের জন্য সেন্ট্রাল বিল্ডিং নির্মাণের ১০০ কোটি টাকা।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুক মন্ডভিয়ার সাথে সাক্ষাৎকালে রাজ্যে এইমস, কমিউনিকেবল ডিজিস সেন্টার, ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, নেশন্যাল এম্বুলেন্স সার্ভিস, ই-কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে আলোচনা করেন। সেই সাথে অতিরিক্ত তহবিল দেওয়ার দাবী জানানো হয়েছে ইমারজেন্সি কোভিড রেসপন্স প্ল্যান প্রকল্পে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বন্দর ও জাহাজ এবং জলপথ মন্ত্রকের মন্ত্রী সর্বনন্দ সনওয়ালের সাথে সাক্ষাৎকালে রাজ্যের জলপথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে সমগ্র শিক্ষা অভিযান, মিড ডে মিল এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়গুলি। গ্রোমোন্নয়ন মন্ত্রীর সাথে আলোচনায় স্থান পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা।

আমরা বাঙালী

● **প্রথম পাতার পর**

নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, যদি কারোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় তবে তা করতে হবে আমরা বাঙালির বিরুদ্ধে। সপ্তাহ খানেক আগে খুমুলুঙের একটি জনসভায় তিপ্রা মথার পক্ষে রাজ্যের বাঙালি তথা আমরা বাঙালির বিরুদ্ধে নানা ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য করা হয়। তাছাড়া তাদের পরিচিত শ্লোগান গো ব্যাক বাংলাদেশী এ জাতীয় শ্লোগান তো আছেই।

এডিসিতে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড বিল পাশ করানোর পর রাজ্যে যত দ্রুত সম্ভব এনআরসি প্রয়োগের উদ্যোগ নিতে চলেছে। আমরা বাঙালি জানায় ত্রিপুরাবাসী তথা বাঙালিদের স্বার্থে তারা লড়াই করে যাচ্ছে। আমরা বাঙালির লড়াইয়ের তীব্রতা দেখেই প্রদ্যুতের মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম হয়েছে বলে আমরা বাঙালি দলের তরফে মন্তব্য করে। এরই বহিঃপ্রকাশ বুধবার দুপুরে প্রদ্যোতের মুখ দিয়ে ঘটেছে বলে মনে করে আমরা বাঙালি। প্রদ্যুত বুধবার সব ধরণের রাজনৈতিক শালিনতার সীমারেখা অতিক্রম করেছে বলে আমরা বাঙালি দাবী করেছে।

আমরা বাঙালি দলকে নীচু স্তরের পার্টি বলে অভিহিত করেছেন প্রদ্যুত। আমরা বাঙালি মনে করে এর মাধ্যমে প্রদ্যোৎ তার নীচু মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। একই সঙ্গে নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে তার বাঙালি বিদ্বেষী মানসিকতা প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। আমরা বাঙালি শ্রীদেববর্মণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় ত্রিপুরার ভুমি সন্তান বাঙালিদের দৈহিক মানসিক বৌদ্ধিক শ্রম এবং অর্থে বর্তমানের ত্রিপুরা গড়ে উঠেছে। এই তথ্য ভুলে গিয়ে বাঙালিকে দিনের পর দিন অবজ্ঞা, অত্যাচার, নিপীড়ন চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চিরকাল বাঙালি সমাজ মেনে নেবে না। ইতোমধ্যে বাঙালি সমাজ জাগতে শুরু করেছে। অদুর ভবিষ্যতেই গণসংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নেবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা বাঙালির রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রমিকরা

● **প্রথম পাতার পর**

উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতেহয়। সেক্রেটারী জানান রেগার কাজ দেখার জন্য দুইজন জি আর এস রয়েছে। তিনি জানান কাজ শুরুর পূর্বে দুই দলের প্রতিনিধিকে ভিলেজ কার্যালয়ে আসারজন্য বিশেষ আহব্বান জানানোহয়েছে। উনার উদ্দেশ্যছিলো কথাবার্তার মাধ্যমে সকলে যেন ভালোভাবে কাজকরতে পারে। কিন্তু উনার ডাকে বিজেপির লোকজনেরা সারা দেননি বলে অভিযোগ। আজকের এই বিক্ষোভের মধ্যদিয়ে তিপ্রামথা দলের সদস্যরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে জানান। উনারা চাইছে উনাদের কাজের প্রাপ্য মজুরী প্রদান করাহোক। এখন দেখার বিষয় এই সমস্যার সমাধানে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

শুভেচ্ছা

● **প্রথম পাতার পর**

পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের বংশ পরম্পরায় পূজিত দেবদেবীর উৎসব। খার্চি পূজার সময় চৌদ্দ দেবতার মন্দিরে এক সপ্তাহ ধরে পূজা অর্চনা চলে। প্রতি বছর জুলাই মাসের অষ্টমীতে এই পূজা শুরু হয়। কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে রাজ্যপাল সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রার্থনা জানাতে ও উৎসব উদযাপনের আবেদন করেছেন। এই উপলক্ষে তিনি আগামী দিনগুলিতে ত্রিপুরাবাসীর জন্য সুখী ও সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন কামনা করেছেন।

খার্চি উৎসব উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'খার্চি মহামিলনের উৎসব। আমাদের রাজ্যের নিজস্ব ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত এই উৎসব উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। জনজাতি সম্প্রদায়ের জনগণের নিজস্ব উৎসব হলেও এখন এই উৎসব সকল অংশের মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতিজনিত কারণে গতবছরের মতো এবছর আমাদেরকে উৎসবের সার্বজনীনতা থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে নিজেদের এবং সকলকে সুস্থ থাকার স্বার্থে।

চতুর্দশ দেবতার আশীর্বাদ রাজ্যবাসীর উপর বর্ষিত হোক। আগামী দিনে সুস্থ, রোগমুক্ত ও সমৃদ্ধ রাজ্য গড়ে তুলতে চতুর্দশ দেবতার আশীর্বাদকে পাথেয় করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবো"।

স্বামীর

● **প্রথম পাতার পর**

পুস্পমালা ত্রিপুরা উত্তর সোনাইছড়ি বৃন্দামাটিলা বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এরপর পুস্পমালা ত্রিপুরার বাপের বাড়ির লোকজনেরা পুস্পমালার শ্বশুর বাড়িতে যোগাযোগ করে স্বামী ও স্ত্রীর সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়াস জারি রাখলেও আবারো স্বামীর বাড়ির লোকজনেরা টাকা দাবী করে। অবশেষে স্বামী পিনাক ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বিলোনিয়া মহিলা থানায় দ্বারস্থ হয়ে বধু নির্যাতনের মামলা দায়ের করে স্ত্রী পুস্প মালা ত্রিপুরা। স্ত্রী পুস্প মালা ত্রিপুরা স্বামী পিনাক ত্রিপুরার শাস্তির দাবি করেছে প্রসাশনের কাছে। ভবিষ্যতে আর কোনো ফোন যাতে এ ধরনের নির্যাতনের শিকার না হতে হয় তা নিশ্চিত করার দাবিও জানিয়েছে পুষ্প মালা।

ডেপুটেশন

● **প্রথম পাতার পর**

ব্যাংক থেকে নিয়েছিলেন।

চাকরিচ্যুত হওয়ার পর তাদের সেই ঋণের কিস্তির টাকা মিটিয়ে দেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। এই জটিল পরিস্থিতিতে ব্যাংকগুলো কিস্তির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। শুধু তাই নয়, গ্যারান্টার দের কাছ থেকে কিস্তির টাকা পেতে নিতে শুরু করেছে ব্যাংক। তাতে সমস্যা আরো জটিল আকার ধারন করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সে কারণেই চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিটি গ্রামীণ ব্যাংকের শাখার সামনে কিস্তির টাকা গ্যারান্টার দের কাছ থেকে কেটে না নিতে এবং তাদের উপর চাপ সৃষ্টি না করার জন্য ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করে চলেছেন। অবিলম্বে ব্যাংক এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে চাকরিচ্যুত অসহায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে জানিয়েছেন।

অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

মোট চারটি ওয়ার্ড রয়েছে।অভিযোগ, জি.আর.এস চন্দন রিয়াং বাঁধ নির্মাণ না করে বাঁধের জায়গায় একটি সরকারি পিলার বসিয়ে ফের সেই পিলারটি তুলে নেয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক শোষণ চলছে এই ব্লকের অধীনে এ.ডি.সি ভিলেজে। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই মুঙ্গিয়াকামী ব্লকে থরহরি কম্পন চলছে বলে সূত্রের খবর। এখন দেখার বিষয় ব্লক কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আইনানুগ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

াঙ্গন

অতীতের সাফল্যের গুরুত্বই নেই কোহলির কাছে, সমালোচনায় সরব কাইফ

বিরাট কোহলির দল গঠনের পদ্ধতি নিয়ে এ বার প্রশ্ন তুললেন ২০০৩-এ ইংল্যান্ডে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের নায়ক মহম্মদ কাইফ। ভারতের জাতীয় দলের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার জানিয়েছেন, দল গঠনে অতীতের পারফরম্যান্স গুরুত্ব পাচ্ছে না।

এই মুহূর্তে যাঁদের ফর্ম ভাল, তাঁদেরই জায়গা হচ্ছে চূড়ান্ত একাদশে। কিন্তু এ ভাবে দল নির্বাচন ঠিক হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন কাইফ। সরাসরি না বললেও ঘুরিয়ে বিরাটের দল গঠন পদ্ধতিকে তুঘলকি আচরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি।

বিরাটের ব্যাটিং যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমান ক্রিকেট বিশ্বে তিনি অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। জয়ের পরিসংখ্যানও তাঁর পক্ষে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাঁর নেতৃত্ব ভারতকে দুরন্ত জয় এনে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দলগঠন নিয়ে সম্প্রতি প্রশ্নের মুখে পড়েছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ তিনি মুহুর্মুহু দল পরিবর্তন করেন। এই প্রসঙ্গ তুলে নিজের মতপ্রকাশ করেছেন কাইফ। জানিয়েছেন, ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রাও এটা মেনে নিয়েছে যে, কোহলির নেতৃত্বে এ ভাবেই চলবে দল।

কাইফ বলেন, ”এই ভারতীয় দলে কোনও স্বচ্ছতা নেই। আমাদের এটা মেনে নিতে হচ্ছে। কিন্তু কোহলির এই দল গঠনের পদ্ধতি ঠিক নয়। একেবারে ফর্মের তুঙ্গে যে ক্রিকেটার রয়েছেন, তাঁকেই বিরাট চূড়ান্ত একাদশে ঢুকিয়ে নিচ্ছে।’’ সঙ্গে কাইফ যোগ করেছেন, ”এটাই কোহলির পথ। কিন্তু দিনের শেষে দেখতে হবে তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত ক’’টা আইসিসি ট্রফি জিতেছে। তাঁর নেতৃত্বে কিন্তু ভারত কোনও আইসিসি ট্রফি জেতেনি।”

কাইফের মতে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে খেলোয়াড়দের অতীত পারফরম্যান্সের কোনও গুরুত্ব নেই। বলেন, ”এই মুহূর্তের ফর্মই বিরাটের কাছে গুরুত্ব পায়। সেই কারণেই সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিষাণ দলে সুযোগ পান। কিন্তু শিখর ধাওয়ান দলে অনিয়মিত হয়ে পড়েন। রোহিত শর্মাকে বিশ্রামে চলে যেতে হয়। আসলে দলে কোনও ক্রিকেটারেরই জায়গা পাকা নয়। খেলোয়াড়রাও সেটা জানেন।”

তালিবানি ফতোয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অলিম্পিকে ঝড় তুলবেন আফগান কন্যা

টোকিও: যে দেশে মহিলাদের সাইকেল চালানো, শরীরের সঙ্গে চাপা জামা পড়াকে অপরাধের চোখে দেখে মানুষ, সেরকম দেশ আফগানিস্তান থেকে ২০২১ অলিম্পিকে নিজের নাম তুললেন মহিলা সাইক্লিস্ট মাসামো আলি জাদা। এই ২৪ বছরের তরুণী যখন তার দেশের রাস্তায় সাইকেল চালাতেন, পাথর ছুড়ে মারত পথচলা মানুষ। অন্ধকারের যুগে পড়ে থাকা মানসিকতার শিকার প্রতিটা মহিলার সংগ্রামের প্রতীক হয়ে তিনি তার স্বপ্নপূরণ করতে চলেছে টোকিওতে।

শুধু মহিলারা নন, তিনি এক জ্বলন্ত উদাহরণ বিশ্বের সব উদ্বাস্তু মানুষদের সংগ্রামের। তিনি অলিম্পিক ২০২০- র উদ্বাস্তু দলের হয়ে নামছেন অলিম্পিকে এবং তিনি এক কর্তব্য অনুভব করছেন তার মত বিশ্বের প্রায় ৮ কোটি মানুষের প্রতি, যারা নিজের দেশ - ভিটে ছেড়ে অন্য দেশের মাটিতে প্রতি মুহূর্তে লড়ছেন বাসস্থান, খাদ্য এবং পরিচয়ের জন্য। এএফপি সংবামাধ্যমকে তিনি বলেছেন ”আমি মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি।”

শুধু তাই নয়, তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই সব নারীদেরও যাদের হিজাব পড়তে বাধ্য করা হয়। কিন্তু মাসামো আলি জেদা এই হিজাব পড়ার দায়টিকে স্বেচ্ছায়, গর্বের সঙ্গেই তুলে নিয়েছেন। ”এটি শুধু আমার সাফল্য নয়, প্রতিটা আফগান মহিলার এবং বিশ্বের সকল দেশের মহিলার সাফল্য যাদের সাইকেল চালানোর অধিকার নেই - বলছেন এই মেয়ে। আফগানিস্তান যখন আবার তালিবানি কবলে, সেই পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে জাদা সংবাদমাধ্যমকে বললেন। ”সমস্ত উদ্বাস্তুদের জন্য যাদের নিজের দেশ ছাড়তে হয়েছে। সেই সব উদ্বাস্তু মানুষের জন্য আমার দরজা উন্মুক্ত যারা আমায় অনুসরন করতে চায়।”

অলিম্পিক সংস্থা থেকে ৫৬ জন উদ্বাস্তু অ্যাথলিট সংহতি ভাতা পেয়েছিল যার মধ্যে ২৯ জন যাবে টোকিও অলিম্পিকে। প্রতিযোগিতায় আলি জাদা ২৫ জন প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে টাইম ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করবে। ইউসিআই থেকে বিশ্ব সাইক্লিং সেন্টারে তাঁকে এক মাসের ফটো ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল অলিম্পিকের আগে। কোচ জন জাক অরি মনে করেন এই মেয়েটি আফগানিস্তান থেকে আসা শ্রেষ্ঠ সাইক্লিস্ট এবং অত্যন্ত দ্রুত উন্নতি করেছে বুদ্ধি করে।

আলি ইরানের সংখ্যালঘু হাজারা সম্প্রদায়ের মানুষ, যিনি ইরান থেকে পালিয়ে পরিবার নিয়ে কাবুল চলে এসে ১৬ বছর বয়সে জাতীয় দলে যোগ দেন। তিনি জানিয়েছেন যে তার কোনও ধারণা ছিল না আফগানিস্তানে এসে সাইকেল চালানোর জন্য তাকে শারীরিক আক্রমনের শিকার হতে হবে।

”আমি জানতাম এটা কঠিন কিন্তু কখনও ভাবিনি মানুষ আমাদের মারবে... প্রথম বছর যখন আমি সাইক্লিং শুরু করি, একজন আমায় আঘাত করে। সে তার গাড়িতে ছিল। গাড়ি থেকে পিছনে আমায় মারে সে। প্রায় সমস্ত নারী যারা সাইকেল চালাত তারা সবাই এরকম অভিজ্ঞতার শিকার। মানুষ অপমান করত আমাদের’। নিজের নির্মম অভিজ্ঞতার কথা জানালেন আলি জেদা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে ২০ জুলাই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া

লন্ডন, ১৫ জুলাই (হি.স.) : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে আগামী ২০ জুলাই তিন দিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ একাদশের বিরুদ্ধে খেলবে বিরাট কোহলির দল। বুধবার রাতে এমনটাই জানানো হয়েছে। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে ডারহাম যাবে বিরাট বাহিনী।

ডারহাম ক্রিকেট বোর্ডের তরফে থেকে এদিন জানানো হয়, ’এমিরেটস রিভারসাইডের মাঠে ভারতের এই ম্যাচ আয়োজন করতে পেরে আমরা গর্বিত। সফরকারী দল নিজেদের তৈরি করার জন্য কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ একাদশের বিরুদ্ধে খেলবে। ২০ জুলাই সকাল ১১টা থেকে শুরু হবে এই ম্যাচ।’

আগামী ৪ আগস্ট থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবে ভারতীয় দল। তার আগে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার আবেদন করেছিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তার পরেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আলোচনা শুরু করে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে। দুটো প্রস্তুতি ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও আপাতত একটি ম্যাচের কথাই জানা গিয়েছে। আগামী ২০ থেকে ২২ জুলাই ডারহামে সেই ম্যাচে কাউন্টি খেলা ক্রিকেটারদের নিয়ে তৈরি দলের বিরুদ্ধে খেলবেন বিরাটরা।

পন্থের পর কোভিডে আক্রান্ত টিম ইন্ডিয়ার আরেক সদস্য, নিভৃতবাসে ঋদ্ধিও

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : ঋষভ পন্থ-র পর এবার নিভৃতবাসে আরেক উইকেটরক্ষক ঋদ্ধিমান সাহা। জানা গিয়েছে, পাঁচ টেস্টের সিরিজে খেলতে নামার আগে ডারহামে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন বিরাট কোহলিরা। ভারতীয় দলের সঙ্গে থাকা থ্রো ডাউন স্পেশ্যালিস্ট দয়ানন্দ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁকে ইতিমধ্যে আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে আরও তিন কোচিং স্টাফকে আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া দয়ানন্দের কাছাকাছি আসায় বাংলার উইকেটরক্ষক ঋদ্ধিমান সাহাও আইসোলশেন রয়েছেন।

জানা গিয়েছে, আগামী ২০ জুলাই কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ একাদশের বিরুদ্ধে তিনদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামবেন বিরাটরা। সকাল ১১টা থেকে শুরু হবে ম্যাচটি। তবে করোনা আবহে স্টেডিয়ামে দর্শকরা প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে ম্যাচ দেখা যাবে ডারহাম ক্রিকেটের ইউটিউব চ্যানেলে। কাউন্টির একাধিক খেলোয়াড় নিয়েই কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ একাদশের দলটি তৈরি করা হবে। এমনটাই টুইটে জানানো হয়েছে ডারহাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। আগামী ৪ আগস্ট থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচের সিরিজে খেলতে নামছে ভারতীয় দল। তার আগে এই প্রস্তুতি ম্যাচ টিম ইন্ডিয়ার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মত ক্রিকেটের বিশেষজ্ঞদের।

৫০ শতাংশ বেতন কমিয়ে বার্সেলোনাতেই থেকে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : পুরনো ক্লাবের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে বার্সেলোনাতেই থেকে গেলেন লিওনেল মেসি। নিজের মাইনের পঞ্চাশ শতাংশ কমিয়ে ফের বার্সাতেই থেকে যাচ্ছেন মেসি। কোপা জয়ের পরই নিজের পুরনো ক্লাবে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর্জেন্টিনার সুপারস্টার। যা মেসি এবং বার্সা সমর্থকদের জন্য বড়সড় স্বস্তির খবর।

মাঝে বেশ কয়েকটা দিন চুক্তিবিহীন ছিলেন লিওনেল মেসি। কোপা আমেরিকা ফাইনাল আর্জেন্টিনা মহানায়ক খেলেন ক্লাব চুক্তি ছাড়া। তবে পুরনো ক্লাবেই থেকে গেলেন মেসি। নিজের মাইনের পঞ্চাশ শতাংশ কমিয়ে ফের বার্সাতেই থেকে যাচ্ছেন মেসি। বার্সেলোনার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, মেসির চুক্তি চূড়ান্ত হওয়া স্রেফ এখন সময়ের অপেক্ষা। ইতিমধ্যেই মেসি বার্সার নতুন চুক্তিতে সম্মতি দিয়ে দিয়েছেন। বুধবারই দু’পক্ষ বৈঠক করে সব চূড়ান্ত করে ফেলেছে বলে খবর। এখন আইনি কিছু ব্যাপাস্যাপার বাকি। সে সব মিটে গেলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে যাবে বলে খবর।

গত দু’সপ্তাহ ধরে ফ্রি এজেন্ট ছিলেন মেসি। সেই সময় পিএসজি-সহ একাধিক ক্লাব তাঁর সঙ্গে যোগযোগ করেছিল যে, তিনি কোনও ভাবে ক্লাব বদল করতে ইচ্ছুক কি না। কিন্তু মেসি তখনই কাউকে কিছু বলেননি। শেষ পর্যন্ত থেকে গেলেন নিজের পুরনো ক্লাবে। মাইনে কমিয়ে। তবে, মাইনে কমিয়ে বার্সাতে থাকলেও অন্যদিক দিয়ে সুবিধা পাচ্ছেন লিও। বার্সেলোনা তাঁকে ৫ বছরের চুক্তিতে সই করাচ্ছে। এই মুহূর্তে তাঁর বয়স ৩৪ বছর। অর্থাৎ ৩৯ বছর বয়স পর্যন্ত চুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন তিনি। যা ক্লাব ফুটবলে সচরাচর হয় না। ---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

পাঁচ বছরের চুক্তিতে পিএসজিতে যোগ ডোন্নারুম্মার

লন্ডন, ১৫ জুলাই (হি.স.) : এসি মিলান ছাড়ার পর নতুন ঠিকানা বেছে নিলেন জানলুইজি ডোন্নারুম্মা। পিএসজিতে যোগ দিয়েছেন ইতালির ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের নায়ক এই গোলরক্ষক। পাঁচ বছরের চুক্তিতে তিনি আগামী মরশুমে ফ্রি ট্রান্সফারে পিএসজিতে যোগ দিলেন।

সদ্য শেষ হওয়া ইউরোতে আসরজুড়ে পোস্টের নিচে দুর্ভেদ্য দেয়াল হয়ে ছিলেন ডোন্নারুম্মা। ওয়েম্বলির ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টাইব্রেকারে দুটি শট ঠেকিয়ে ইতালির শিরোপা জয়ের মূল কারিগর তিনিই। ২২ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক জেতেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার।

এসি মিলানের হয়ে ছয় মরশুমে ডোন্নারুম্মা সেরি এ-য় খেলেন মোট ২১৫ ম্যাচ। ২০১৬ সালে ১৭ বছর ১৮৯ দিন বয়সে জাতীয় দলের হয়ে ফ্রান্সের বিপক্ষে মাঠে নেমে ইতালির ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ গোলরক্ষক হওয়ার কীর্তি গড়েন তিনি।

এবারের দলবদলে চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে ডোন্নারুম্মাকে দলে টানল পিএসজি। এর আগে ডাচ মিডফিল্ডার জর্জিনিয়ো ভেইনালডাম, স্প্যানিশ ডিফেন্ডার সের্হিও রামোস ও মরক্কোর ফুলব্যাক আশরাফ হাকিমিকে দলে নিয়েছে প্যারিসের এই দলটি।

করোনা আক্রান্ত ঋষভ পন্থ, রয়েছেন নিভৃতবাসে

লন্ডন, ১৫ জুলাই (হি.স.) : ওয়েম্বলির মাঠে ইউরো কাপের ম্যাচ দেখতে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্থ। এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তিনি বর্তমানে নিভৃতবাসে রয়েছেন। বিসিসিআইয়ের তরফে বলা হয়েছে, “এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিভৃতবাসে রয়েছে পন্থ। বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গে ডারহাম যাবেন না তিনি।’’ সকালেই জানা গিয়েছিল ভারতীয় দলের দু’জন ক্রিকেটার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যেই একজন পন্থ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পর ২০ দিনের জন্য ভারতীয় দলকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় বন্ধুদের সঙ্গে ইউরো কাপের ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন পন্থ। সেখান থেকেই করোনা আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেটারদের অনেকেই ছুটিতে উইম্বলডন, ইউরো কাপের ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন। এরপর শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। ঋষভের প্রথমে গলা ব্যথা শুরু হয়। তারপরেই তাঁর করোনা পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ঋষভের সংস্পর্শে আসা প্রত্যেককেই ৩ দিনের আইসোলেশনে থাকতে বলা হয়েছে। ডারহামে জৈব-সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে এখন রয়েছেন ভারতীয় দলের অন্যান্য ক্রিকেটাররা।

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura sealed cover Tenders are invited in plain paper for sale of Tyres, Tubes, Batteries & Un-serviceable items (spare parts etc.) on ‘AS IS WHERE IS BASIS’, .

The willing bidders may collect details information including Terms & Conditions from the office of the under signed, CMT Pool on free of cost basis from 16-07-2021 to 23-07-2021 on any working days during office hrs. on submission of a prayer on plain paper.

Sd/- Illegible
Supdt. of Police (Procurement)
Tripura, Aqartala

ICA-C-1365/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 05/EE/PWD(R&B)/ AMB/2021-22 Dated, 06/07/2021

The Executive Engineer, Ambassa Division, PWD (R&B), Ambassa, Dhalai, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura’’ sealed “Item rate tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3:00 P.M. on 27/07/2021 for the following work:-

Sl. No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	Mtc. of different roads under Ambassa Sub-Division, PWD(R&B)/ Hiring of 01 (one) No. of MARUTI (Omni) Model not earlier than 2016 for office of the Sub-Divisional Officer PWD(R&B) Ambassa Sub-Division, Jawaharnagar during the year 2021-22. **DNIT No. :- 10/EE/PWD(R&B)/AMB/ 2021-22**	**Rs. 2,97,000.00**	**Rs. 2,970.00**	288 (Two Hundred Eighty Eight) days	Up to 16.00 Hrs on **23/07/2021**	At 16.00 Hrs on **27/07/2021 (if possible)**	The Executive Engineer, Ambassa Division, PWD (R&B) Ambassa Dhalai, Tripura	**Appropriate Class**

For further details Please contact to the office of the undersigned.

Sd/- (Er. S. Debbarma)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD(R&B)
Ambassa, Dhalai, Tripura.

ICA-C-1361/2021-22

আধুনিক দ্বীপ্তি ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রয়েছে রুদ্রাক্ষের, বললেন প্রধানমন্ত্রী

বারাণসী, ১৫ জুলাই (হি.স.)।। প্রতীক্ষার অবসান, ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টার-''রুদ্রাক্ষ''-র উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ''রুদ্রাক্ষ'' উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী জানালেন, 'আধুনিক দ্বীপ্তি ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রয়েছে রুদ্রাক্ষের।' বৃহস্পতিবার বারাণসী সফরে এসে ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টার-''রুদ্রাক্ষ''-র উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কাশিতে বয়ে চলেছে উন্নয়নের একটি নদী।কাশির প্রাচীন গৌরব এখন আধুনিক রূপে বিদ্যমান, যা কখনও ক্লান্ত হবে না, থামবেও না।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কোভিড-পরিস্থিতিতে যখন দেশ থমকে গিয়েছিল, কাশি সুষম এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ থেকেছিল, তবে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত ছিল।' জাপানের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টার-''রুদ্রাক্ষ''। মোদী বলেন, 'এই প্রকল্প ভারত-জাপান সম্পর্ককে চিত্রিত করছে, ভবিষ্যতের সুযোগও। ওয়েব দেশের প্রচেষ্টায়, উন্নয়ন ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে একটি নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে।' ''রুদ্রাক্ষ''-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, '২০১৮ সালে জাপানের সহায়তায়, রুদ্রাক্ষ কনভেনশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল। আধ্যাত্মিকতা, সাহিত্য ও সংগীতের জন্য কাশি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্ত।'

রুদ্রাক্ষের বৈশিষ্ট্য :বারাণসীর অভিজাত সিগরা এলাকায় নির্মিত ভবনটি তৈরি হয়েছে শিবলিঙ্গের আদলে। এই কেন্দ্রে মোট ১০৩টি রুদ্রাক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতল ভবনটি তৈরি হয়েছে ২.৮৭ হেক্টর জমিতে। এই ভবনের মূল হল-ঘরে একসঙ্গে ১,২০০ মানুষ বসতে পারবেন। এছাড়াও রয়েছে গ্যালারি ও সভা ঘর। গ্যালারিতে স্থান পেয়েছে বারাণসীর শিল্প, সংস্কৃতি ও সংগীতের চিত্রিত মুরাল। সুরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করতে প্রবেশদ্বারে থাকছে তিনটি-একটি নিয়মিত প্রবেশদ্বার, একটি পরিষেবা প্রবেশদ্বার ও একটি পৃথক ভিআইপি প্রবেশদ্বার।

চাকুরী খুইয়ে শয্যাশায়ী চাকুরিচ্যুত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই ১০৪ জন চাকরীচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। আরো অনেক শিক্ষক শয্যাশায়ী।

চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ গ্রেজুয়েট শিক্ষক বলরাম ঘোষ চাকরি হারানোর পর থেকে আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্টোক করে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। বাধারঘাটস্থিত মাতৃপল্লী এলাকায় বাড়ি বলরাম ঘোষের। সংসারে একমাত্র উপার্জনশীল ছিলেন তিনি। বাড়িতে ছোট্ট একটি মেয়ে রয়েছে। সে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। চাকরিচ্যুত গ্রেজুয়েট শিক্ষক বলরাম ঘোষ অসুস্থ হওয়ার পর থেকে সংসার চালাতে পারছে না উনার স্ত্রী।

তাই বৃহস্পতিবার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের এক প্রতিনিধি দল মাতৃপল্লীস্থিত বলরাম ঘোষ এর বাড়িতে যান এবং তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। উনার স্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, চাকরি চলে যাওয়ার কারণেই ওনার এই অবস্থা। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা করেছেন চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। কেননা, সরকার যদি চাকরি তাছাড়া এদিন ১০৩২৩ শিক্ষক বিজয়কৃষ্ণ দেব সংবাদ মাধ্যমকে বলেন পয়সার অভাবে ১০৩২৩ শিক্ষক বলরাম ঘোষ চিকিৎসা করাতে পারছেন না।

একপ্রকার হতাশাগ্রস্ত হয়েই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মানবতা হল ঈশ্বরের দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। সেটা যদি কোন রাজনৈতিক দল কিংবা সরকারের না থাকে তাহলে তাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী বলে মন্তব্য করেন। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

সবজি বিক্রেতার মাধ্যমে পাকিস্তানের গোপন নথি পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার সেনাকর্মী

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : সবজি বিক্রেতার মাধ্যমে পাকিস্তানের কাছে ভারতের সেনাবাহিনীর গোপন নথি পাচার করার অভিযোগে গ্রেফতার সেনাকর্মী। গত মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হয়েছিল হবিবুর রহমান নামের ওই সবজি বিক্রেতাকে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই পরমজিৎ নামের এক সেনাকর্মীকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ। পাকিস্তানের আইএসআই-এর কাছে ওই গোপন নথি পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল অভিযুক্ত হবিবুরের। কিন্তু তার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশ এমনটাই জানিয়েছে।

পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল পোখরান আর্মি বেস ক্যাম থকে নথি পাচারের চেষ্টা হচ্ছে। পাচারকারী ৩৪ বছরের হবিবুর। এরপরই মঙ্গলবার তাকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ। তার কাছ থেকে অনেকগুলি গোপন নথি পাওয়া যায়। এরপর শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। আর তখনই উঠে আসে পরমজিতের নাম। এর আগে পরমজিৎ পোখরানে পোস্টেড ছিল। বর্তমানে সে আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে রয়েছে। পোখরানে থাকার সময়ই তার সঙ্গে হবিবুরের আলাপ হয়। আর সেই সূত্রেই তৈরি হয় আঁতাত।

এদিকে, ওই সবজি বিক্রেতার কয়েকজন আত্মীয় পাকিস্তানের সিন্ধে থাকেন। সেই সূত্রেই আগে একবার পাকিস্তানে গিয়েছিল হবিবুর। সেখানেই গুপ্তচর বৃত্তির ফাঁদে পা দেয় সে। হাওলা চ্যানেলের মাধ্যমে টাকা পেত হবিবুর। বিনিময়ে গোপন নথি তুলে দিত পাকিস্তানের গোয়েন্দাদের হাতে।

পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আশা করা হচ্ছে, দ্রুত এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য হাতে আসবে।

রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আসন্ন বাদল অধিবেশনের আগে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে জানিয়েছেন বলে এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে জানানো হয়েছে। দিনকয়েক পরেই শুরু হতে চলেছে সংসদের বাদল অধিবেশন। তার আগে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে কী বিষয়ে তাঁরা আলোচনা, তা নিয়ে কিছু জানানো হয়নি।

বনদপ্তরের উদ্যোগে চুরাইবাড়ি ও পানিসাগরে শ্রম দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৫ জুলাই।। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও উত্তর জেলার ধর্মনগর ফরেস্ট রেঞ্জের উদ্যোগে শ্রম দিবস পালিত হয়। আজ সকাল ৯ টায় চুরাইবারি ফরেস্ট বিট সংলগ্ন শনিছড়া এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশের বনদপ্তরের উদ্যোগে লাগানো রকমারি ফুলের বাগানে শ্রম দিবস পালিত হয়। মূলত 'রোড সাইড বিউটি প্রজেক্ট অফ ত্রিপুরা' স্কিমে বিভিন্ন ধরনের ফুলের চারা লাগানো হয়েছিল জাতীয় সড়কের দু''পাশে।আর শ্রম দিবসকে সামনে রেখে সেই সকল ফুলের গাছ সঠিক ভাবে বেড়ে উঠার যত্ন ও আগাছা পরিষ্কার ও নতুন চারা রোপণে হাত লাগান ধর্মনগর ফরেস্টের রেঞ্জ অফিসের রেঞ্জার শৈলেন্দ্র মালাকার, চুরাইবাড়ি ফরেস্ট বিট অফিসার গৌতম দাস ও ফরেস্ট বিটের সকল কর্মীরা। এককথায় পরিবেশকে তার পূর্বের জৌলুসে ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকারের তৎপরতায় বনদপ্তরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা।তাছাড়া জাতীয় সড়ক দিয়ে যে সকল যাত্রীরা যাতায়াত করবেন উনারাও রাস্তার দু-পাশে বাহারি ফুলের বাগান দেখে আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করার প্রয়াস।

এদিকে একই সাথে আজ পানিসাগর ফরেস্ট বিটের উদ্যোগে পানিসাগরে শ্রম দিবস পালিত হয়।পানিসাগর ফরেস্ট বিটের অধীন জাতীয় সড়কের পাশে নতুন চারা রোপণ সহ পুরনো ফুলের গাছ রক্ষনাবেক্ষণে হাত লাগায় সানীয় বনদপ্তরের কর্মীরা।

তবে শ্রম দিবসে রোড সাইড বিউটি প্রজেক্ট অফ ত্রিপুরা স্কিমের রকমারি ফুলের বাগানে বনদপ্তরের কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এক সুন্দর পরিবেশের নবজাগরণ ঘটবে।

ভারতে দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ৪২ হাজার ছুঁইছুঁই, কোভিড কাড়ল ৫৮১ জনের প্রাণ

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): ভারতে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য কমে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১, ৮০৬ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৮১ জনের। বুধবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৯,১৩০ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.২৮ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,৩২,০৪১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ২, ০৯৫। ভারতে এই মুহূর্তের দৈনিক সংক্রমণের হার ২.১৫ শতাংশ, শেষ ২৪ দিন ধরে ৩ শতাংশের নীচে দৈনিক সংক্রমণের হার।

কন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১,৮০৬ জন, সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা খানিকটা বেড়ে ৪,৩২,০৪১-এ পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২,০৯৫ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.৩৯ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৩৯.১৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৩৯,১৩,৪০,৪৯১ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে মাত্র ৩৪,৯৭,০৫৮ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৮১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,১১,৯৮৯ জন (১.৩৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৯,৪৩,৪৮৮। নতুন করে ৪১,৮০৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০৯,৮৭,৮৮০।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৯,১৩০ হাজার জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,০১,৪৩,৮৫০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.২৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩৯ কোটি ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৯১ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৪৩.৮০-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৪ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৯,৪৩,৪৮৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৩,৮০,১১,৯৫৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৯,৪৩,৪৮৮ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ হাজার ৮০৬ জন। ভারতে ফের বাড়ল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২,০৯৫ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,৩২,০৪১ জন (১.৩৯ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৯,১৩০ জন।

কদমতলা কুর্তি মন্ডলের যুব মোর্চার উদ্যোগে নানাবিধ সামাজিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৫ জুলাই।। উত্তরের কদমতলা কুর্তি মন্ডলের যুব মোর্চা হাতে নিল নানাবিধ সামাজিক কর্মসূচি ।গোটা রাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম একশো শতাংশ করোনা টিকা করনে প্রথম স্থান দখল করেছিল উত্তরের কদমতলা ব্লক ।সেই সুবাদে গত ১০ জুলাই করোনা প্রোটোকল মেনে কদমতলা বাজার স্বীত মুক্তমঞ্চে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্লক এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসক,পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত ওসি সহ উত্তর জেলার সি এম ওকে সম্মাননা জানানো হয় কদমতলা কুর্তী যুব মোর্চার পক্ষ থেকে। পাশাপাশি আজ সকাল ১১ টায় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের চারিপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজার হাজার মদের বোতল সহ বিভিন্ন নেশা সামগ্রির প্যাকেট এবং অন্যান্য আবর্জনা পরিষ্কার করতে মাঠে নামলেন কদমতলা মন্ডল যুব মোর্চার কর্মীরা ।যুব মোর্চার সকল সদস্যরা মিলে কদমতলা স্কুলের প্রবেশ গেইট থেকে শুরু করে মাঠ ও মাঠের আশপাশ এলাকায় কতিপয় কিছু সমাজ দ্রোহী দ্বারা ফেলানো নেশা সামগ্রির বোতল সহ বিভিন্ন নেশা সামগ্রির প্যাকেট কুড়িয়ে সাফাই করেন ।সাথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আবর্জনা সহ স্কুল বাউন্ডারির পাশের আগাছাগুলো কেটে পরিষ্কার করা হয় ।আর আজকের সাফাই অভিযানছ উদ্ধার হয় বস্তা বস্তা মদের বোতল সহ বিভিন্ন নেশা সামগ্রীর প্যাকেটও।

এদিকে কদমতলা কুর্তী মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি অমিতাভ নাথ বলেন, বিগত দিনেও তারা এভাবে নানা সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল যা আগামী দিনেও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুব মোর্চার কর্মীরা নিয়োজিত থাকবেন ।পাশাপাশি তিনি এলাকার সকল অংশের মানুষের কাছে আবেদন রাখেন যে,রাজ্যের মধ্যে কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অনেক সুনাম রয়েছে ।সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সকল অংশের মানুষের ।তাই সকলকে একজোট হয়ে সামাজিক কর্মসূচিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি ।বিশেষ করে এলাকার একাংশ কতিপয় যুবকদের প্রতিও বার্তা জানান যে,এভাবে নেশা সেবন করে মদের বোতল সহ বিভিন্ন নেশা সামগ্রির প্যাকেট স্কুল চত্বর এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে না ফেলার ।তাতে করে স্কুলে আসা কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রীরা স্কুল চত্বরে নেশা সামগ্রীর বোতল ও প্যাকেট দেখে কি শিক্ষা নেবে। সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে বলেও জানান যুব মোর্চা সভাপতি। অপরদিকে কদমতলা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যুব মোর্চার উদ্যোগে আজকের সাফাই অভিযান কর্মসূচিকে ধন্যবাদ জানান ।সাথে ছাত্রছাত্রীরা এলাকার সচেতন মহলের কাছে বিশেষ আবেদন রাখেন,এই বিষয়গুলোর দিকে কড়া দৃষ্টিপাত রাখার জন্য ।পাশাপাশি নেশা সেবনকারী যুবকদের প্রতিও বিশেষ বার্তা জানান ছাত্র ছাত্রীরা।

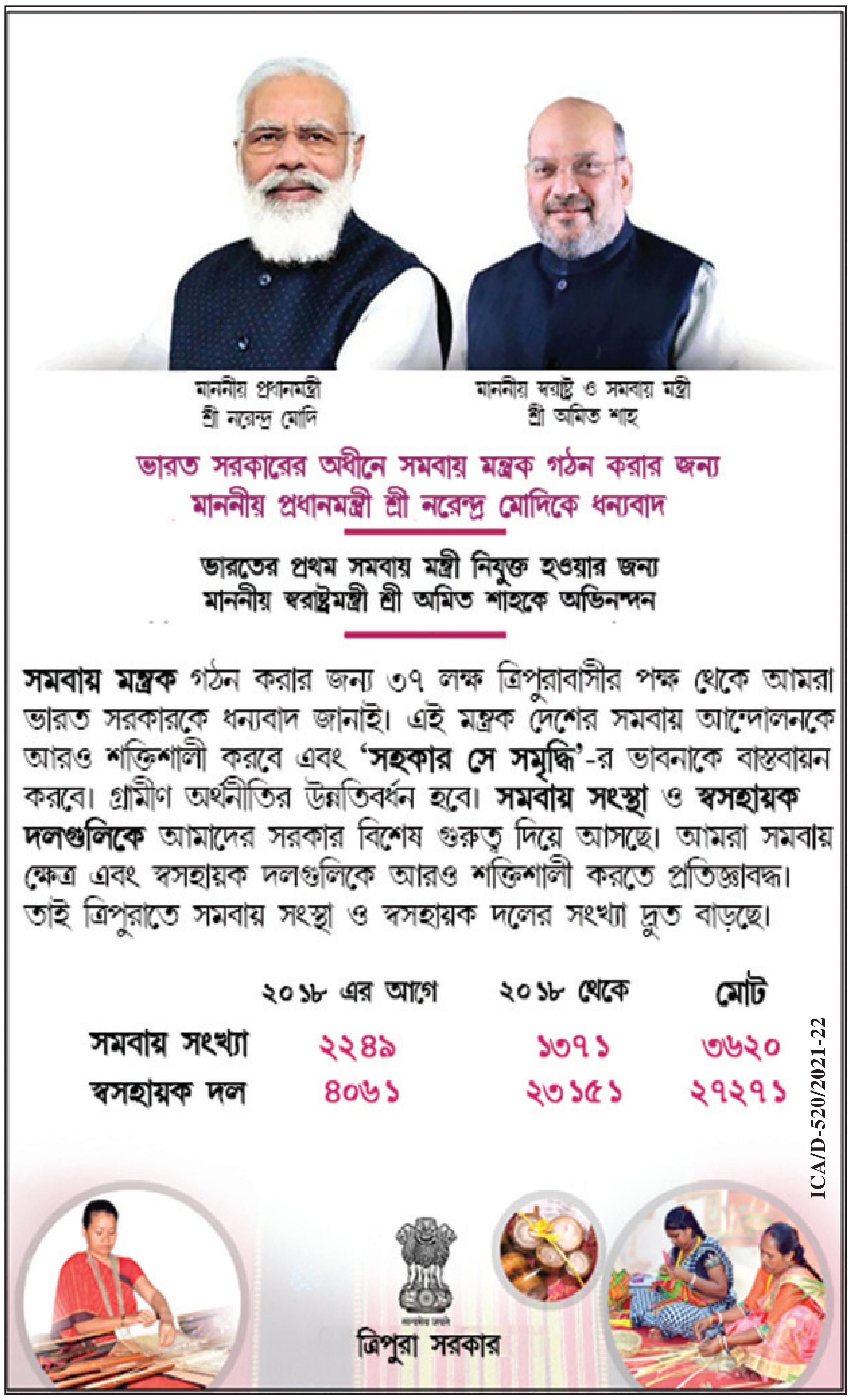

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শ্রী নরেন্দ্র মোদি

মাননীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী
শ্রী অমিত শাহ

ভারত সরকারের অধীনে সমবায় মন্ত্রক গঠন করার জন্য
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ

ভারতের প্রথম সমবায় মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার জন্য
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহকে অভিনন্দন

সমবায় মন্ত্রক গঠন করার জন্য ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আমরা ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। এই মন্ত্রক দেশের সমবায় আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবে এবং **'সহকার সে সমৃদ্ধি'**-র ভাবনাকে বাস্তবায়ন করবে। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতিবর্ধন হবে। **সমবায় সংস্থা ও স্বসহায়ক দলগুলিকে** আমাদের সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। আমরা সমবায় ক্ষেত্র এবং স্বসহায়ক দলগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই ত্রিপুরাতে সমবায় সংস্থা ও স্বসহায়ক দলের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে।

	২০১৮ এর আগে	২০১৮ থেকে	মোট
সমবায় সংখ্যা	২২৪৯	১৩৭১	৩৬২০
স্বসহায়ক দল	৪০৬১	২৩১৫১	২৭২৭১

ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-520/2021-22

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।